قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮। ক্ব-লাল্ মালাউল্লাযীনাস্ তাক্বারূ মিন্ ক্বওমিহী লানুখ্রিজ্বান্নাকা ইয়া-শু'আইবু অল্লাযীনা

(৮৮) তার কাওমের অহংকারী সর্দাররা বলল, হে শুয়াইব! আমরা অবশ্যই বের করে দেব তোমাকে ও তোমার সাথের

آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٩﴾

আ-মানূ মা'আকা মিন্ ক্বর্ইয়াতিনা ~ আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা-; ক্ব-লা আও লাও কুন্না-কা-রিহীন্।

ঈমানদারদেরকে আমাদের জনপদ হতে বা তোমরা অবশ্যই আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসবে। বলল, আমরা তা ঘৃণা করলেও কি?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ ﴿٨٩﴾

৮৯। ক্বদিফ্তারাইনা-'আলাল্লা-হি কাযিবান্ ইন্ 'উদ্না-ফী মিল্লাতিকুম্ বা'দা ইয্ নাজ্জা-নাল্লা-হু

(৮৯) অবশ্যই আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তোমাদের ধর্ম হতে

مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا

মিন্হা-; অমা-ইয়াকূনু লানা ~ আন্না'উদা ফী হা ~ ইল্লা ~ আই ইয়াশা — য়াল্লা-হু রব্বুনা-; অসি'আ রব্বুনা-

আল্লাহ আমাদের উদ্ধারের পর আমাদের রব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুতেই তাতে ফিরে যেতে পারি না; সব কিছু আমাদের

كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ

কুল্লা শাইয়িন্ 'ইল্মা-; 'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কাল্না-; রব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা- অবাইনা ক্বওমিনা-বিল্হাক্বি অ

রবের জ্ঞানায়ত্ত; আল্লাহ্র উপরই আমরা নির্ভর করি; হে রব! আমাদের ও জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা কর, তুমিই

أَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ

আন্তা খাইরুল্ ফা-তিহীন্। ৯০। অক্ব-লাল্ মালাউল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বওমিহী লায়িনিত্ তাবা'তুম্

উত্তম মীমাংসাকারী। (৯০) আর তার জাতির কাফির প্রধানরা বলল, তোমরা যদি শুয়াইবকে অনুসরণ কর,

شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

শু'আইবান্ ইন্নাকুম ইযাল্লাখা-সিরূন্। ৯১। ফাআখাযাত্হুমুর্ রাজ্ব্ফাতু ফাআছ্বাহূ ফী দা-রিহীম

তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই ধ্বংস হয়ে উপুড় হয়ে

جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا

জ্বা-ছিমীন্। ৯২। আল্লাযীনা কায্যাবূ শু'আইবান্ কাআল লাম্ ইয়াগ্নাও ফীহা-আল্লাযীনা কায্যাবূ

পড়ে থাকল। (৯২) যারা শুয়াইবকে মিথ্যা জানল, মনে হয় তারা কখনও সেথায় বাস করে নি; শুয়াইবের প্রতি যারা মিথ্যারোপ

আয়াত-৮৯ ঃ শুয়াইব (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললঃ আপনি নবী হলে আপনার উম্মত সুখে থাকত এবং অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থী বলে কিভাবে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শুয়াইব (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ খুব শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্ত দিবেন। এতে সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা বলে উঠল ঃ হয় তুমি ও তোমার অনুসারীরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে, নতুবা আমরা তোমাদেরকে বস্তি হতে উচ্ছেদ করে দিব। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৯০ ঃ জাতির অহংকারী নেতাদেরকে বহু বুঝানোর পরও তারা তা অগ্রাহ্য করায় শুয়াইব (আঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া' করলেনঃ হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে সত্যভাবে মিমাংসা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ মিমাংসাকারী। (মাঃ কোঃ)

شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ

শু'আইবান্ কা-নূ হুমুল খা-সিরীন্। ৯৩। ফাতাওয়াল্লা-'আন্হুম্ অক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি লাক্বদ্ আব্লাগ্তুকুম্

করছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৯৩) অতঃপর সে ফিরে গেল তাদের নিকট থেকে এবং বলল, হে কাওম! রবের বাণীই

১১ ع ৯ ১ রুকু

رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَمَآ

রিসা-লা-তি রব্বী অনাছোয়াহ্তু লাকুম্, ফাকাইফা আ-সা- 'আলা-ক্বওমিন্ কা-ফিরীন্। ৯৪। অমা ~

আমি তোমাদেরকে পৌছাচ্ছি এবং উপদেশ দিয়েছি; এখন কিভাবে কাফিরদের জন্য আমি দুঃখ করব? (৯৪) আর

اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ

আর্সাল্না- ফী ক্বর্ইয়াতিম্ মিন্ নাবিয়্যিন ইল্লা ~ আখায্না ~আহ্লাহা-বিল্বা'সা —য়ি অদ্ব্ দ্বোয়ার্রা —য়ি লা'আল্লাহুম্

আমি কোন স্থানেই নবী পাঠাই নি, যতক্ষণ না পতিত করেছি সেখানকার অধিবাসীদেরকে দুঃখ কষ্টে, যেন তারা

يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٥﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ

ইয়াদ্ দ্বোয়ার্রা'উন্। ৯৫। ছুম্মা বাদ্দাল্না-মাকা-নাস্ সাইয়িয়াতিল্ হাসানাতা হাত্তা- 'আফাও অক্ব-লূ ক্বদ্ মাস্সা

কাতর হয়। (৯৫) অতঃপর আমি ব্যবস্থা করলাম অসুবিধার স্থলে শান্তির। এমনকি তারা প্রাচুর্য অর্জন করল এবং বলল, পিতৃপুরুষরাও

اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ

আ-বা —য়ানাদ্ দ্বোয়ার্রা —উ অস্সার্রা — উ ফাআখায্না-হুম্ বাগ্তাতাওঁ অহুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ৯৬। অলাও আন্না আহ্লাল্

সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে; হঠাৎ তাদেরকে এমনভাবে ধরেছি, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি। (৯৬) আর যদি সে জনপদের

الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ

ক্বুর ~ আ-মানূ অত্তাক্বও লাফাতাহ্না-'আলাইহিম্ বারাকা-তিম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্আর্দ্বি অলা-কিন্

অধিবাসীরা ঈমান ও তাকওয়া অর্জন করত তবে আমি তাদের জন্য আসমান-যমীনের সকল কল্যাণ খুলে দিতাম, কিন্তু

كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

কায্যাবূ ফাআখায্না-হুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্। ৯৭। আফাআমিনা আহ্লুল্ ক্বুরা ~ আইঁ ইয়া''তিয়াহুম্

তারা অস্বীকৃতি জানাল, তাই আমি তাদের কর্মের দরুন তাদেরকে ধরলাম। (৯৭) জনপদবাসীরা কি ভয় করে না যে, আমার

بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٨﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى

বা''সুনা বাইয়া-তাওঁ অহুম্ না — য়িমূন্। ৯৮। আওয়া আমিনা আহ্লুল্ ক্বুর ~ আইঁ ইয়া'' তিয়াহুম্ বা''সুনা- দুহাওঁ

আযাব রাতে নিদ্রাবস্থায় তাদের উপর আসবে। (৯৮) অথবা জনপদবাসীরা কি ভয় করে না যে, আযাব দিনে তাদের উপর আসবে

وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ

অহুম্ ইয়াল্'আবূন্। ৯৯। আফাআমিনূ মাক্রল্লা-হি, ফালা-ইয়া''মানু মাক্রল্লা-হি ইল্লাল্ ক্বওমুল

যখন তারা খেলাধুলায় মত্ত থাকবে। (৯৯) তারা কি আল্লাহ্র কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত? আল্লাহ্র কৌশল হতে ক্ষতিগ্রস্তরাই নিশ্চিন্ত

الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ ١٢ ع ٦ ٢ রুকু

খা-সিরূন্। ১০০। আঅলাম্ ইয়াহ্দি লিল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ আর্দ্বোয়া মিম্ বা'দ্বি আহ্লিহা ~ আল্লাও নাশা — উ

হতে পারে। (১০০) যারা পূর্ববর্তীদের পরে উত্তরাধিকারী হয়, তাদের নিকট কি এটা পরিষ্কার হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে

اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠١﴾ تِلْكَ الْقُرٰى

আছোয়াব্না-হুম্ বিযুনূবিহিম্ অনাত্ববা'উ 'আলা-ক্বুলূবিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়াস্মা'ঊন্। ১০১। তিল্কাল্ ক্বুরা-

পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। তাদের মনে মোহর মেরে দিই, ফলে, তারা কিছুই শুনবে না। (১০১) এ সব স্থানের

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا

নাক্বুছ্ছু 'আলাইকা মিন্ 'আম্বা — য়িহা- অলাক্বদ্ জ্বা — য়াত্হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি ফামা-কা-নূ

কিছু বৃত্তান্ত আপনার কাছে আমি বর্ণনা করছি, তাদের কাছে তাদের রাসূলরা প্রমাণাদিসহ এসেছে; কিন্তু তারা

لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۭ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ☆

লিইয়ু'মিনূ বিমা-কায্যাবূ মিন্ ক্বব্ল্; কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উল্লা-হু 'আলা-ক্বুলূবিল্ কা-ফিরীন্।

ইতিপূর্বে যা মিথ্যা জেনেছিল তার প্রতি বিশ্বাস আনতে পারে নি; এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের মনে মোহর মেরে দেন।

﴿١٠٢﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا

১০২। অমা- অজ্বাদ্না- লিআক্ছারিহিম্ মিন্ 'আহ্দিন্ অইওঁ ওয়াজ্বাদ্না ~ আক্ছারাহুম্ লাফা-সিক্বীন্। ১০৩। ছুম্মা বা'আছ্না-

(১০২) তাদের অধিকাংশকেই ওয়াদা রক্ষাকারী পাই নি; বরং অধিকাংশকেই আমি অবাধ্য পেয়েছি। (১০৩) অতঃপর আমি

مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ

মিম্ বা'দিহিম্ মূসা-বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইলা-ফির্'আউনা অমালায়িহী ফাজোয়ালামূ বিহা-ফান্জুর্ কাইফা

মূসাকে (১) নিদর্শনসহ (২) ফিরাউন ও তার প্রধানদের নিকট প্রেরণ করি, কিন্তু তার প্রতি তারা জুল্ম করে। অতএব

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ

কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুফ্সিদীন্। ১০৪। অক্বা-লা মূসা-ইয়া-ফির্'আউনু ইন্নী রসূলুম্ মির্ রব্বিল্

লক্ষ্য করুন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছে ? (১০৪) মূসা বললেন, হে ফিরাউন, আমি বিশ্ব রবের পক্ষ হতে

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٥﴾ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ

'আ-লামীন্। ১০৫। হাক্বীকুন্ 'আলা ~ আল্লা ~ আক্বূলা 'আলাল্লা-হি ইল্লাল্ হাক্ব্; ক্বাদ্ জ্বি'' তুকুম্ বিবাইয়্যিনাতিম্

একজন রাসূল। (১০৫) নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্র ব্যাপারে সত্যই বলব, রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে

টীকা -(১) হযরত মূসা (আঃ) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মধ্যে ৪০০ বছরের ব্যবধান ছিল, আর হযরত মূসা (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) -এর মধ্যে ৭০০ বছরের ব্যবধান ছিল। টীকা -(২) এ নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের অর্থ হয়ত, সেই লাঠি ও ঝকঝকে হস্ত সম্পর্কিত অলৌকিক শক্তিদ্বয়, যার বিবরণ একটু পরেই আসছে অথবা সেই সব মু'জিযাই হবে যাহা পরবর্তী দুই রুকূ পর আয়াতে বর্ণিত আছে। এ সকল মু'জিযা যদিও বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এগুলো এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٦﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ

মির্ রব্বিকুম্ ফাআরসিল্ মা'ই ইয়া বানী ~ ইস্রা — ঈল্। ১০৬। ক্ব-লা ইন্ কুন্তা জি''তা বিআ-ইয়াতিন্

এসেছি তাই আমার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও। (১০৬) ফেরাউন বলল, তুমি কোন নিদর্শন এনে থাকলে এবং

فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٧﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ *

ফা''তি বিহা ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দ্বিকীন্। ১০৭। ফাআল্‌ক্বা-'আছোয়া-হু ফাইযা-হিয়া ছু'বা-নুম্ মুবীন্।

১৩ ع ৯ ৩ রুকু

যদি সত্যবাদী হও, তবে তা পেশ কর। (১০৭) তখন তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখনই তা এক অজগর হয়ে গেল।

﴿١٠٨﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ

১০৮। অনাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা-হিয়া বাইদ্বোয়া — উ লিন্না-জিরীন্। ১০৯। ক্ব-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বওমি ফির্'আউনা ইন্না

(১০৮) আর তার হাত বের করলেন, তখনই তা ধবধবে উজ্জ্বল দেখাল। (১০৯) ফিরাউন জাতির সর্দাররা বলল,

هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ *

হা-যা- লাসা-হিরুন্ 'আলীম্।১১০। ইয়ুরীদু আইঁ ইয়ুখ্‌রিজাকুম্ মিন্ আর্‌দ্বিকুম্, ফামা-যা- তা''মুরূন্।

এ তো এক বিজ্ঞ যাদুকর। (১১০) সে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায় দেশ থেকে, ফেরাউন বলল, তোমরা পরামর্শ দাও।

﴿١١١﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١٢﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ

১১১। ক্ব-লূ ~ আর্‌জ্বিহ্ অআখা-হু অআর্‌সিল্ ফিল্ মাদা — য়িনি হা-শিরীন্। ১১২। ইয়া''তূকা বিকুল্লি সা-হিরিন্

(১১১) তারা বলল, তাকেও তার ভাইকে অবকাশ দাও, আর শহরে পাঠিয়ে দাও সংগ্রহকারীদের। (১১২) তারা যেন তোমার কাছে

عَلِيمٍ ﴿١١٣﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ *

'আলীম্। ১১৩। অজ্বা — য়াস সাহারাতু ফির্'আউনা ক্ব-লূ ~ ইন্না লানা-লাআজ্‌রান্ ইন্ কুন্না নাহ্‌নুল্ গ-লিবীন্।

বিজ্ঞ যাদুকর নিয়ে আসে। (১১৩) যাদুকররা এসে ফিরাউনকে বলল, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্য পুরস্কার আছে তো?

﴿١١٤﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٥﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا

১১৪। ক্ব-লা না'আম্ অইন্নাকুম্ লামিনাল্ মুক্বার্‌রবীন্। ১১৫। ক্ব-লূ ইয়া-মূসা ~ ইম্মা ~ আন্ তুল্‌ক্বিয়া অইম্মা ~

(১১৪) ফেরাউন বলল, হ্যাঁ,তদুপরি তোমরা অবশ্যই আমার নৈকট্য প্রাপ্তও হবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ

أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ

আন্ নাকূনা নাহ্‌নুল্ মুল্‌ক্বীন্। ১১৬। ক্ব-লা আল্‌ক্বূ, ফালাম্মা ~ আল্‌ক্বও সাহারূ ~ আ'ইয়ুনান্ না-সি

করবে, না কি আমরা নিক্ষেপ করব? (১১৬) মূসা বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন নিক্ষেপ করল, তখন লোকে চোখে ভেলকী

وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٧﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ

অস্‌তার্‌হাবূহুম্ অজ্বা — উ বিসিহ্‌রিন্ 'আজ্বীম্। ১১৭। অআওহাইনা ~ ইলা-মূসা ~ আন্ আল্‌ক্বি 'আছোয়া-কা,

লাগল, আতঙ্কিত করল এবং বড় যাদু নিয়ে আসল। (১১৭) মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; নিক্ষেপের সঙ্গে

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٨﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٩﴾ فَغُلِبُوا

ফাইযা-হিয়া তাল্ক্বফু মা- ইয়া" ফিকূন্। ১১৮। ফাঅক্বা'আল্ হাক্বক্কু অবাত্বোয়ালা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১১৯। ফাগুলিবূ

সঙ্গেই তা তাদের বানানো বস্তুকে গিলতে লাগল।(১১৮) ফলে সত্য প্রকাশ পেল, এবং তারা যা বানিয়েছিল তা বাতিল হল।(১১৯) সেখানে

هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِينَ ﴿١٢٠﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ﴿١٢١﴾ قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ

হুনা-লিকা অন্ক্বলাবূ ছোয়া-গিরীন্। ১২০। অ উল্ক্বিয়াস্ সাহারাতু সা-জ্বিদীন্। ১২১। ক্বা-লূ ~ আ-মান্না-বিরব্বিল্

তারা পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরল। (১২০) এবং যাদুকররা সিজদায় পড়ল। (১২১) তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম

الْعٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ﴿١٢٣﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ

'আ-লামীন্। ১২২। রব্বি মূসা-অহারূন্। ১২৩। ক্বা-লা ফির্'আউনু আ-মান্তুম বিহী ক্বব্লা আন্ আ-যানা

সারা জাহানের রবের উপর। (১২২) যিনি মূসা ও হারুনের রব। (১২৩) ফিরাউন বলল, অনুমতির পূর্বেই কি ঈমান আনলে?

لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ

লাকুম্, ইন্না হা-যা-লামাক্রুম্ মাকার্তুমূহু ফিল্ মাদীনাতি লিতুখ্রিজু মিন্হা ~ আহ্লাহা- ফাসাওফা

নিশ্চয়ই এ তো একটি কৌশল, তোমরা শহরবাসীকে বের করে দেয়ার জন্যই এ কৌশল করলে, সুতরাং শীঘ্রই এর

تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٤﴾ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ

তা'লামূন্। ১২৪। লাউক্বাত্ত্বি'আন্না আইদিয়াকুম্ অআরজ্বুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিন্ ছুম্মা লাউছোয়াল্লিবান্নাকুম্

পরিণতি টের পাবে। (১২৪) অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কাটব, তারপর সকলকে শূলে

اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٥﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا

আজ্ব্মা'ঈন্। ১২৫। ক্বা-লূ ~ ইন্না ~ ইলা-রব্বিনা-মুন্ক্বলিবূন্। ১২৬। অমা-তানক্বিমু মিন্না ~ ইল্লা ~ আন্ আ-মান্না-

চড়াব। (১২৫) বলল, আমরা রবের কাছেই যাব। (১২৬) তুমি তো শত্রুতা করছ এজন্য যে, আমার ঈমান এনেছি রবের ১৪

بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ وَقَالَ ع ১৮ ৪ রুকু

বিআ-ইয়া-তি রব্বিনা-লাম্মা-জ্বা — য়াত্না-; রব্বানা ~ আফ্রিগ্ 'আলাইনা- ছব্রাওঁ অতাওয়াফ্ফানা-মুস্লিমীন্। ১২৭। অক্ব-লাল্

আয়াতসমূহের প্রতি। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য দাও, মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও। (১২৭) ফিরাউন-জাতির

الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ

মালাউ মিন্ ক্বওমি ফির'আউনা আতাযারু মূসা- অক্বওমাহূ লিইয়ুফ্সিদূ ফিল্ আর্দ্বি অইয়াযারাকা অ

সর্দাররা বলল, মূসা ও তার জাতিকে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও দেবতাকে বর্জন করতে দেবেনই,

আয়াত-১১৯ঃ ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়িসমূহ যখন সাপ হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মধ্যে এক মারাত্মক ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি যখন একক বিরাট অজগরের আকার ধারণ করে আসল, তখন জাদুকরদের বানান সাপগুলো সব গিলে ফেলল। (মোঃ কোঃ) আয়াত-১২২ঃ পরিতাপের বিষয় বর্তমানে মুসলিমরা ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থায়ই অবলম্বন করে চলেছে। কিন্তু আসল রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরআউনের যাদুকরেরা প্রথম অবস্থায়ই তা বুঝে নিয়েছিল। (মোঃ কোঃ)

اٰلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ

আ-লিহাতাক; ক্বা-লা সানুক্বত্তিলু আব্‌না — য়াহুম্ আনাস্‌তাহ্‌য়ী নিসা — আহুম্ অইন্না ফাওক্বাহুম্ ক্বা-হিরূ-ন্।
ফেরাউন বলল, তাদের ছেলেদের হত্যা কর আর মেয়েদের জীবিত রাখ, আমরাই তাদের উপর প্রবল।

١٢٨ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا

১২৮। ক্বা-লা মূসা-লিক্বওমিহিস্ তা'ঈনূ বিল্লা-হি অছ্‌বিরূ ইন্নাল্ আরদ্বোয়া লিল্লা-হি ইয়ূরিছুহা-
(১২৮) মূসা স্বীয় কাওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও, ধৈর্য্য ধর, দেশ আল্লাহ্‌রই; তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে

مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ١٢٩ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ

মাঁই ইয়াশা — উ মিন্ 'ইবা-দিহ্; অল্ 'আ-ক্বিবাতু লিল্‌মুত্তাক্বীন্। ১২৯। ক্ব-লূ ~ উযীনা- মিন্ ক্ববলি আন্
ইচ্ছে তার উত্তরাধিকারী করেন, পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। (১২৯) তারা বলল, আমরা নির্যাতিত হয়েছি। আমাদের

تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

তা''তিয়ানা-অমিম্ বা'দি মা-জ্বি''তানা-; ক্ব-লা 'আসা- রব্বুকুম্ আঁই ইয়ুহ্‌লিকা 'আদুওয়্যাকুম্
১৫ কাছে আপনার আগমনের পূর্বে এবং পরেও সে বলল, তোমাদের রব শ্রীঘ্রই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন, যমীনে

ع ৩ ৫ রুকু وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ١٣٠ وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ

অইয়াস্‌তাখ্‌লিফাকুম্ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ান্‌জুরা কাইফা তা'মালূন্। ১৩০। অলাক্বদ্ আখায্‌না ~ আ-লা ফির'আউনা
তোমাদের খিলাফত দেবেন, তারপর তিনি দেখবেন- তোমরা কি কর। (১৩০) নিশ্চয়ই আমি ফিরাউনের অনুসারীদেরকে

بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ١٣١ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ

বিস্‌সিনীনা অনাক্ব্‌ছিম্ মিনাছ্ ছামার-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্‌যাক্কারূন্। ১৩১। ফাইযা-জ্বা — য়াত্‌হুমুল্ হাসানাতু
দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানি দ্বারা পাকড়াও করেছি, যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (১৩১) তাদের যখন কোন কল্যাণ হত তখন

قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۗ اَلَآ اِنَّمَا

ক্ব-লূ লানা-হা-যিহী অইন্ তুছিব্‌হুম্ সাইয়িয়াতুঁই ইয়াত্ত্বোইয়্যারূ বিমূসা- অমাম্ মা'আহু; আলা ~ ইন্নামা-
বলত, "এটা আমাদের প্রাপ্য" আর যখন অকল্যাণ তখন দোষারোপ করত মূসা ও তাঁর সংগীদের উপর, ওহে,

طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ١٣٢ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ

ত্বোয়া — য়িরুহুম্ 'ইন্দাল্লা-হি অলা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১৩২। অক্ব-লূ মাহ্‌মা- তা''তিনা- বিহী মিন্
তাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র কাছে, কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না। (১৩২) তারা আরো বলত, যাদু করার জন্য যে

اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ١٣٣ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ

আ-ইয়াতিল্ লিতাস্‌হারানা-বিহা-ফামা-নাহ্‌নু লাকা বিমু''মিনীন্। ১৩৩। ফাআর্‌সালনা- 'আলাইহিমুত্ত্ব ফা-না
নিদর্শনই আমাদের কাছে পেশ কর না কেন, আমরা ঈমান আনব না। (১৩৩) অতঃপর আমি তাদের উপর তুফান,

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا

অল্ জ্বার-দা অল্ ক্বুম্মালা অদ্দোয়াফা-দি'আ অদ্দামা আ-ইয়া-তিম্ মুফাছ্ছলা-তিন ফাস্তাক্বারূ অকা-নূ

পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ ও রক্ত প্রেরণ করেছি যা ছিল স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তারা অহংকার করল, আর তারা ছিল

قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا

ক্বওমাম্ মুজ্ রিমীন্। ১৩৪। অলাম্মা-অক্বা'আ 'আলাইহিমুর্ রিজ্ যু ক্বা-লূ ইয়া-মূসাদ্'উ লানা- রব্বাকা বিমা-

অপরাধী জাতি। (১৩৪) আর যখন তাদের উপর কোন আযাব আসত, তখন তারা বলত, হে মূসা! রবের কাছে প্রতিশ্রুতি

عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ

'আহিদা 'ইন্দাকা লায়িন্ কাশাফ্তা 'আন্না র্ রিজ্ যা লানু"মিনান্না লাকা অলানুর্সিলান্না মা'আকা বানী ~

মোতাবেক দোয়া কর, আমাদের থেকে শাস্তি দূর করলে তোমাকে বিশ্বাস করবই এবং বনী ইস্রাঈলকেও তোমার

اِسْرَآئِيْلَ ﴿١٣٥﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۞

ইস্রা — ঈল্। ১৩৫। ফালাম্মা- কাশাফ্না- আন্হুমুর্ রিজ্ যা ইলা ~ আজ্বালিন্ হুম্ বা-লিগূহু ইযা-হুম্ ইয়ান্কুছূন্।

সঙ্গে দেব। (১৩৫) অতঃপর যখনই আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি দূর করতাম, যা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল, তখনই ওয়াদা ভঙ্গ করত।

﴿١٣٦﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا

১৩৬। ফান্তাক্বাম্না- মিন্হুম্ ফাআগ্রাক্বু না-হুম ফিল্ইয়াম্মি বিআন্নাহুম্ কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-অ কা-নূ-'আন্হা

(১৩৬) সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে, কেননা, তারা নিদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং

غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

গ-ফিলীন্। ১৩৭। অআওরাছ্নাল্ ক্বওমাল্লাযীনা কা-নূ ইয়ুস্তাদ্'আফূনা মাশা-রিক্বাল্ আর্দ্বি অ মাগ-রিবাহাল্

এ সম্বন্ধে গাফিল ছিল। (১৩৭) আর আমি যে কাওমকে উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে দুর্বল ভাবা হত, সে যমীনের পূর্ব ও

الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۙ بِمَا

লাতী বা-রাক্না-ফীহা-; অতাম্মাত্ কালিমাতু রব্বিকাল্ হুস্না- 'আলা- বানী ~ ইস্রা — ঈলা বিমা-

পশ্চিমে বরকতময় রাজ্যে; আর বনী ইস্রাঈলের উপর আপনার রবের পবিত্র বাণী পূর্ণ হল, তাদের ধৈর্যের কারণে,

صَبَرُوْا ۭ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَ

ছাবারূ-; অদাম্মার্না- মা-কা-না ইয়াছ্না'উ ফির্'আউনু অক্বওমুহূ অমা- কা-নূ ইয়া'রিশূন্। ১৩৮। অ

আর আমি ফিরাউন ও তার জাতির বানানো শিল্প কারখানা ও সুউচ্চ প্রাসাদ সব ধ্বংস করলাম। (১৩৮) আর

আয়াত-১৩৪ ঃ আলোচ্য আয়াতে তাদের উপর আপতিত একটি আযাবকে 'রিজ্য়ু' বলা হয়েছে। প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি মহামারিকে 'রিজ্য়ু' বলে। তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের উপর প্লেগের মহামারি চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন তাদের নিবেদনের পর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর দোয়ায় প্লেগ দূরীভূত হয়। কিন্তু তার পরও তারা ঈমান আনে নি। ক্রমাগত বহুবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরও যখন তারা ঈমান আনল না তখন আসল সর্বশেষ আযাব। তা হল, তারা মূসা আলাই হিস্ সালাম এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে বের হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। (মাঃ কোঃ)

جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ

জ্বা-অয্না-বিবানী ~ ইস্রা — ঈ লাল্ বাহ্রা ফাআতাও 'আলা ক্বওমিঈঁ ইয়া'কুফূনা 'আলা ~ আছ্না-মিল্ লাহুম্

আমি বনী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার করালাম, তখন তারা এমন এক জাতির কাছে গেল যারা মূর্তি পূজায়রত;

قَالُوا يٰمُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٩﴾ إِنَّ

ক্বা-লূ ইয়া-মূসাজ্ব্'আল্ লানা ~ ইলা-হান্ কামা- লাহুম্ আ-লিহাহ্; ক্বা-লা ইন্নাকুম্ ক্বওমুন্ তাজ্‌হালূন্। ১৩৯। ইন্না

বলল, হে মূসা। তাদের মত আমাদের জন্য মূর্তি বানাও; মূসা বললেন, তোমরা তো অজ্ঞ জাতি। (১৩৯) এরা

هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيكُمْ

হা ~ উলা — য়ি মুতাব্বারুম্ মা-হুম ফীহি অবা-ত্বিলুম্ মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৪০। ক্বা-লা আগইরল্লা-হি আব্গীকুম্

যাতে লিপ্ত আছে তা ধ্বংস হবে এবং তাদের কর্মকাণ্ড ভিত্তিহীন। (১৪০) বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ কি খুঁজব? তিনিই

إِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿١٤١﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنٰكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

ইলা-হাওঁ অহুঅ ফাদ্দ্বোয়ালাকুম্ 'আলাল্ 'আ-লামীন্। ১৪১। অইয আন্‌জ্বাইনা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আউনা ইয়াসূমূনাকুম্

তো তোমাদেরকে বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (১৪১) আর যখন তোমাদেরকে আমি ফিরাউনীদের হাত হতে রক্ষা করেছি, যারা

سُوءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذٰلِكُم بَلَاءٌ

সূ — য়াল্ 'আযা-বি ইয়ুক্বত্তিলূনা আব্না — য়াকুম্ অ ইয়াস্‌তাহ্‌ইয়ূনা নিসা —য়াকুম; অ ফী যা-লিকুম্ বালা — উম্

১৬ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত; তোমাদের পুত্র সন্তান হত্যা করে নারীদের জীবিত রাখত; আর তাতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে

ع ১২ ৬ রুকু

مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾ وَوٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقٰتُ

মির্ রব্বিকুম্ 'আজীম্।১৪২। অ অ'আদ্‌না-মূসা-ছালা-ছীনা লাইলাতাওঁ অআত্‌মাম্‌না-হা-বি'আশ্‌রিন্ ফাতাম্মা মীক্বা-তু

তোমাদের জন্য বড় পরীক্ষা। (১৪২) আর আমি মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিলাম এবং আর দশ দ্বারা পূর্ণ করলাম। এভাবে

رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هٰرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

রব্বিহী ~ আর্‌বা'ঈনা লাইলাতান্ অক্বা-লা মূসা-লিআখীহি হা-রূনাখ্ লুফ্‌নী ফী ক্বওমী অ আছ্‌লিহ্

তাঁর রবের পুরা সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হয়, মূসা তার ভাই হারূনকে বললেন, তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করে

وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقٰتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۙ قَالَ

অলা-তাত্তাবি' সাবীলাল্ মুফ্‌সিদীন্। ১৪৩। অলাম্মা-জ্বা — য়া মূসা-লিমীক্বা-তিনা-অকাল্লামাহূ রব্বুহূ ক্বা-লা

সংশোধন করবে এবং বিপর্যকারীদের পথ অনুসরণ করবে না। (১৪৩) যখন মূসা নির্ধারিত সময়ে হাযির হলেন, তখন রব কথা

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرٰنِي وَلٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ

রব্বি আরিনী ~ আন্‌জুর্ ইলাইক্; ক্বা-লা লান্ তারা-নী অলা-কিনিন্ জুর ইলাল্ জ্বাবালি ফায়িনিস্

বললেন; (মূসা) বললেন, হে রব দর্শন দিন, যেন আপনাকেই দেখতে পাই। বললেন, আমাকে দেখতে পাবে না। তবে পাহাড়ের দিকে

اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ

তাক্বর্‌রা মাকা- নাহূ ফাসাওফা তারা-নী 'ফালাম্মা- তাজ্বাল্লা-রব্বুহূ লিল্‌জ্বাবালি জ্বা'আলাহূ দাক্কাঁও অ খার্‌রা
তাকাও, ওটা স্বস্থানে স্থির থাকলে দেখতে পাবে। যখন রব পাহাড়ে তার জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা চূর্ণ হয়ে গেল, আর

مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ٭

মূসা-ছোয়া'ইক্বান্ ফালাম্মা ~ আফা-ক্বা ক্ব-লা সুব্‌হা-নাকা তুব্‌তু ইলাইকা অ'আনা আও ওয়ালুল্ মু"মিনীন্।
মূসা বেহুশ হয়ে গেলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরলে বললেন, তোমারই পবিত্রতা, তোমারই কাছে তওবা করলাম, আর আমি প্রথম মু'মিন।

١٤٤ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ

১৪৪। ক্ব-লা ইয়া-মূসা ~ ইন্নিছ্ ত্বোয়াফাইতুকা 'আলান্ না-সি বিরিসা-লা-তী অবিকালা-মী
(১৪৪) বললেন, হে মূসা আমি তোমাকে মানুষের মাঝে মর্যাদা দিয়েছি রিসালাত ও বাক্য দ্বারা,

مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ١٤٥ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ

ফাখুয্ মা ~ আ-তাইতুকা অকুম্ মিনাশ্ শা-কিরীন্। ১৪৫। অকাতাব্‌না-লাহূ ফিল্ আল্‌ওয়া-হি মিন্ কুল্লি শাইয়িম্
সুতরাং যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর, আর কৃতজ্ঞ হও। (১৪৫) আর আমি লিখে দিয়েছি তাঁর জন্য কয়েকটি ফলকে,

مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ج فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا

মাও 'ইজোয়াতাঁও অতাফ্‌ছীলাল্ লিকুল্লি শাইয়্যিন্ ফাখুয্‌হা-বিক্বু ওআতিঁও অ"মুর্ ক্বওমাকা ইয়াখুযূ
সর্ব প্রকার উপদেশ ও বিবরণ দিয়েছি [১]; অতএব, তা শক্তভাবে ধারণ কর আর কাওমকে সুন্দর কথাগুলো মানতে

بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ١٤٦ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ

বিআহ্‌সানিহা-; সাউরীকুম্ দা-রল্ ফা-সিক্বীন্। ১৪৬। সাআস্‌রিফু 'আন্ আ-ইয়া-তিয়াল্লাযীনা ইয়াতাকাব্বারূনা
বল; শীঘ্রই নাফরমানদের বাসস্থান দেখাব! (১৪৬) আমি ফিরিয়ে দেব তাদেরকে আমার আয়াত হতে। যারা যমীনে

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ج وَإِن يَرَوْا

ফিল্ আরদ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্.; অইঁ ইয়ারাও কুল্লা আ-ইয়াতিল্ লা-ইয়ু"মিনূ বিহা- অইঁ ইয়ারাও
অনর্থক অহংকার করে, আমার প্রত্যেকটি নির্দশন যদি তারা দেখেও তবু তাতে তারা ঈমান আনবে না; আর যদি তারা

سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ج وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ

সাবীলার্ রুশ্‌দি লা-ইয়াত্তাখিযূহু সাবীলান্ অইঁ ইয়ারাও সাবীলাল্ গাইয়্যি ইয়াত্তাখিযূহু
সৎপথ দেখতে পায়ও তবু তারা তা গ্রহণ করবে না। অথচ যখন তারা ভ্রান্তপথ দেখবে তখন তা তারা গ্রহণ করবে;

আয়াত-১৪৩ ঃ এ হতে প্রমানিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে দুনিয়াতে আল্লাহর দেখা পাওয়া যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এটাই অধিকাংশ আহলে সুন্নাহর অভিমত। ছহীহ্ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তোমাদের কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতিপালককে দর্শন করতে পারবে না। অবশ্য পরকালে মু'মিনরা আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন– যা ছহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১৪৪ ঃ টীকা-(১) এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখ্‌তী হযরত মূসা (আঃ) কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সেই তখ্‌তীসমূহের নামই হল তাওরাত। (মাঃ কোঃ)

سَبِيلًا ۘ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٧﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

সাবীলা-; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-অকা-নূ 'আন্হা-গ-ফিলীন্। ১৪৭। অল্লাযীনা কায্যাবূ

এটা এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা জানে এবং তা হতে তারা গাফিল। (১৪৭) যারা আমার নিদর্শন ও

بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

বিআ-ইয়া-তি-না অলিক্বা — য়িল্ আ-খিরাতি হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্; হাল্ ইয়ুজ্ব্যাওনা ইল্লা-মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্।

আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা জানে, তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়। তাদের আমল অনুসারে তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۭ اَلَمْ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। অত্তাখাযা ক্বওমু মূসা-মিম্ বা'দিহী মিন্ হুলিয়্যিহিম্ 'ইজ্ব্লান্ জ্বাসাদাল্ লাহূ খুওয়া-র্; আলাম্

(১৪৮) মূসার কাওম তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে গো-বৎস বানাল, যার শব্দ ছিল হাম্বা।

يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

ইয়ারাও আন্নাহূ লাইয়ুকাল্লিমুহুম্ অলা-ইয়াহ্দীহিম্ সাবীলা-। ইত্তাখাযূহু অকা-নূ জোয়া-লিমীন্।

তারা কি দেখেনি যে, তা তাদের সাথে না কথা বলে আর না পথ দেখায়? তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা জালিম হল।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا

১৪৯। অলাম্মা-সুক্বিত্বোয়া ফী ~ আইদীহিম্ অরাআও আন্নাহুম্ ক্বদ্ দ্বোয়াল্লূ ক্ব-লূ লায়িল্লাম্ ইয়ার্হাম্না-

(১৪৯) তারপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে, তারা বিপথগামী তখন বলল, রব আমাদের প্রতি দয়া না

رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ

রব্বুনা-অইয়াগ্ফির্ লানা- লানাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন্। ১৫০। অলাম্মা রজ্বা'আ মূসা ~ ইলা- ক্বওমিহী

করলে এবং ক্ষমা না করলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১৫০) তারপর যখন মূসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন

غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ

গদ্বাবা-না আসিফান্ ক্ব-লা-বি"সামা খালাফ্তুমূনী মিম্ বা'দী আ'আজ্বিল্তুম্ আম্রা রব্বিকুম্

করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার পরে কতই না নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। রবের নির্দেশের পূর্বেই

وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۭ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ

অআল্ক্বল্ আল্ওয়া-হা অআখাযা বিরা"সি আখীহি ইয়াজ্ব্ররুহু ~ ইলাইহ্; ক্ব-লাব্না উম্মা ইন্নাল্

কেন তাড়াহুড়া করলে? ফলকগুলো ফেলে দিয়ে আপন ভাইয়ের মাথা ও চুল ধরে টেনে আনলেন, (ভাই) বললেন, হে সহোদর!

الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۠ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاۗءَ وَلَا

ক্বওমাস্ তাদ্ব্'আফূনী অকা-দূ ইয়াক্ব্তুলূনানী ফালা-তুশ্মিত্ বিয়াল্ 'আদা — য়া অলা-

আমার জাতি তো আমাকে দুর্বল মনে করে হত্যা করতে চেয়েছে ; তুমি এমন আচরণ করো না, যাতে শত্রুরা খুশি হয়

تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ

তাজ্ব্‌আল্‌নী মা'আল ক্বওমিজ্জোয়া-লিমীন্ ১৫১। ক্বা-লা রব্বিগ্‌ফির্‌লী অলিআখী অআদ্‌খিল্‌না- ফী

আর আমাকে জালিমদের দলভূক্ত করবে না। (১৫১) বললেন, হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ করুন এবং ১৮

رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ع ৪ ৮

রহ্‌মাতিকা অ আন্‌তা আর্‌হামুর্ র-হিমীন্। ১৫২। ইন্নাল্ লাযীনাত্ তাখাযুল্ 'ইজ্ব্‌লা রুকু

আপনার রহমতে দাখিল করুন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১৫২) নিশ্চয়ই যারা গো বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহন করছে,

سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى

সাইয়ানা-লুহুম্ গাদ্বোয়াবুম্ মির্ রব্বিহিম্ অযিল্লাতুন্ ফিল্ হা ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-; অকাযা-লিকা নাজ্ব্‌যিল্

পার্থিব জীবনে তাদের উপর রবের পক্ষ থেকে ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে। আর আমি মিথ্যাবাদীদের প্রতিফল এভাবেই

الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۚ اِنَّ

মুফ্‌তারীন্। ১৫৩। অল্লাযীনা 'আমিলুস্ সাইয়িয়া-তি ছুম্মা তা-বূ মিম্ বা'দিহা- অআ-মানূ ~ ইন্না

দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা খারাপ কাজ করার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই সেই তওবার পর

رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٤﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ

রব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগফূরুর্ রহীম্। ১৫৪। অলাম্মা- সাকাতা 'আম্ মূসাল্ গদ্বোয়াবু আখাযাল্

আপনার রব পরম ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (১৫৪) তারপর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল, তখন তিনি তক্তগুলো

الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ *

আল্‌ওয়া-হা অফী নুস্‌খাতিহা-হুদাঁও অরহ্‌মাতুল্ লিল্লাযীনা হুম্ লিরব্বিহিম্ ইয়ার্‌হাবূন্।

ভুলে নিলেন আর ওর বিষয় বস্তুর মধ্যে হেদায়েত ও রহমত ছিল তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।

﴿١٥٥﴾ وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

১৫৫। অখ্‌তা-রা মূসা- ক্বওমাহূ সাব্‌'ঈনা রাজ্ব্‌লাল্ লিমীক্ব-তিনা- ফালাম্মা ~ আখাযাত্‌হুমুর্ রাজ্ব্‌ফাতু

(১৫৫) আর মূসা বেছে নিলেন তার সম্প্রদায় থেকে নির্ধারিত সময়ের জন্য সত্তর জনকে। তারপর ভূমিকম্প যখন ঘিরে

শানেনুযুল ঃ আয়াত -১৫৫ ঃ এটা মূসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট ঘটনার বিবরণ। হযরত মূসা (আঃ) পর্বতের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে বনী ইসরাঈলদেরকে বললেন, তোমরা গোসল করে পাক-সাফ হয়ে যাও। তৃতীয় দিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি আপন জালাল প্রদর্শন করবেন। অনন্তর সকলেই পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হলে তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী বিকশিত হল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) ঐ সত্তর জন নেতৃস্থানীয় লোকসহ আল্লাহ্‌র নির্দেশে পর্বতারোহণ করলেন। হযরত মূসা (আঃ) পর্বতের চুড়ায় আরোহণ করলেন, তখন একটি মেঘমালা পর্বতটিকে আচ্ছাদন করে লইল আর আলোক লহর ও বিকট শব্দ আরম্ভ হল। আর 'সীনা' পবর্তে আল্লাহ্‌র জালাল বিকাশ লাভ করল। হযরত মূসা (আঃ) চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত সেখানে অবস্থান করলেন এবং তৌরাত প্রাপ্ত হলেন। তফসীর কারকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কেউ বলেন, গো - বাছুর পূজার ওযর আপত্তি দর্শবার জন্য হযরত মূসা (আঃ) ঐ সত্তর জন সাধু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। আর কেউ বলেন, এটা প্রথম বারের ঘটনা। শেষোক্ত মন্তব্যই যুক্তি যুক্ত। কারণ, তাঁদেরকে হযরত মূসা (আঃ) আপন সত্যতার সাক্ষী হওয়ার জন্য প্রথমে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা তাওরাত প্রাপ্তির পূর্বেকার ঘটনা। কিন্তু তাঁরা সেখানে পৌছে বলল, আমরা আল্লাহ্‌কে চাক্ষুশ দেখা ব্যতীত ঈমান আনব না, তখন তাদেরকে বজ্রপাতে ধ্বংস করা হল। হযরত মূসা (আঃ) এর দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় জিবীত করেন।

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ

ক্ব-লা রব্বি লাও শি''তা আহ্লাক্তাহুম্ মিন্ ক্বব্লু অ ইয়্যা-ইয়া আতুহ্লিকুনা- বিমা-ফা'আলাস্ সুফাহা — য়ু
ফেলল তখন তিনি বললেন, হে রব! ইচ্ছা করলে পূর্বেই তাদেরকে ধ্বংস করতেন এবং আমাদেরকে কি নির্বোধদের কাজের

مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ

মিন্না- ইন্ হিয়া ইল্লা- ফিত্নাতুক্ ; তুদ্বিল্লু বিহা-মান্ তাশা — য়ু অতাহ্দী মান্ তাশা — য়ু; আন্তা
কারণে ধ্বংস করবেন না? এ তো আপনারই পরীক্ষা, ইচ্ছামত বিপথগামী ও সুপথগামী করেন, আপনিই আমাদের

وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٦﴾ وَاكْتُبْ لَنَا

অলিয়্যুনা-ফাগ্ফির্লানা-অর্হাম্না- অআন্তা খাইরুল্ গ-ফিরীন্। ১৫৬। অক্তুব্ লানা-
অভিভাবক, কাজেই আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। (১৫৬) আর আমাদের জন্য

فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ

ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া- হাসানাতাঁও অফিল্ আ-খারতি ইন্না-হুদ্না ~ ইলাইক্; ক্ব-লা 'আযা-বী ~ উছীবু বিহী
কল্যাণ নির্দিষ্ট করুন ইহকাল ও পরকালের, নিশ্চয়ই আমরা আপনারই প্রতি রুজু হয়েছি। বললেন, আমি যাকে

مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ

মান্ আশা — য়ু অরহ্মাতী অসি'আত্ কুল্লা শাইয়িন্; ফাসাআক্তুবুহা- লিল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূনা অ
ইচ্ছা আযাব দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٧﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ

ইয়ুতূনায্ যাকা-তা অল্লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তিনা ইয়ু''মিনূন্। ১৫৭। আল্লাযীনা ইয়াত্তাবিউ'নার্ রসূলান্
যারা তাকওয়াধারী, যাকাতদাতা ও আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী। (১৫৭) যারা অনুসরণ করে, এমন

النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ

নাবিইয়্যাল্ উম্মিইয়্যাল্ লাযী ইয়াজ্বিদূনাহূ মাক্তূবান্ 'ইন্দাহুম্ ফিত্তাওরা-তি অল্
রাসূলের যিনি উম্মী নবী, যার উল্লেখ তাদের কাছে লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, যিনি

الْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

ইন্জ্বীলি ইয়া''মুরুহুম্ বিল্মা'রূফি অইয়ান্হা-হুম্ 'আনিল মুন্কারি অইয়ুহিল্লু লাহুমুত্
তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন সৎকাজের এবং বাধা প্রদান করেন অসৎ কাজে, যিনি হালাল করেন যাবতীয়

الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

ত্বোয়াইয়্যিবা-তি অইয়ুহাররিমু 'আলাইহিমুল্ খাবা — য়িছা অইয়াদ্বোয়া'উ 'আন্হুম্ ইছ্রাহুম্ অল্ আগ্লা-লাল্লাতী
পবিত্র বস্তু এবং অবৈধ করেন, যাবতীয় অপবিত্র বস্তু এবং তাদের উপর অর্পিত বোঝা ও শৃংখল

كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ

কা-নাত্ 'আলাইহিম্; ফাল্লাযীনা আ-মানূ বিহী অ'আয্যারূহু অনাছোয়ারূহু অত্তাবা'উন্ নূরাল্লাযী ~

হতে তাদেরকে মুক্ত করেন সুতরাং যারা তাঁকে (নবী কে) বিশ্বাস করে, সম্মান করে, সাহায্য করে এবং তাঁর কাছে ১৯

اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٨﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ ع ৬ ৯ রুকু

উন্যিলা মা'আহূ ~ উলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ১৫৮। ক্বু-ল্ ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ইন্নী রসূলু

নাযিলকৃত নূরের অনুসরণ করে। তারাই সফলকাম। (১৫৮) বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য

اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ِۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

ল্লা-হি ইলাইকুম্ জ্বামী'আনি ল্লাযী লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুঅ

সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যিনি সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর মালিক; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; তিনিই

يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীতু ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরসূলিহিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যিল্লাযী ইয়ু"মিনূ বিল্লা-হি

জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উম্মী নবীকে বিশ্বাস কর, যিনি আল্লাহ ও

وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٩﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ

অকালিমা-তিহী অত্তাবিউ'হু লা'আল্লাকুম্ তাহ্তাদূন্। ১৫৯। অমিন্ ক্বওমি মূসা ~ উম্মাতুঁই ইয়াহ্দূনা

তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে; তাঁর অনুসরণ কর যাতে হেদায়াত পাও। (১৫৯) মূসার কাওমে এমন দল [১] আছে যারা

بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۗ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى

বিলহাক্ব্ক্বি অবিহী ইয়া'দিলূন্। ১৬০। অক্বাত্তোয়া'না- হুমুছ্নাতাই 'আশ্রাতা আস্বা-ত্বোয়ান্ উমামা-; অআওহাইনা ~ ইলা-

সত্যের সন্ধান দেয় এবং তদানুসারে ন্যায় বিচার করে। (১৬০) আমি তাহাদেরকে বার দলে বিভক্ত করেছি, আর মূসার প্রতি

مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ

মূসা ~ ইযিস্ তাস্ক্বা-হু ক্বওমুহূ ~ আনিদ্বরিব্ বি'আছোয়া-কাল্ হাজ্বারা ফাম্বাজ্বাসাত্ মিন্হুছ্

নির্দেশ দিয়েছি-যখন তার জাতী তার নিকট পানি চাইল, বললাম তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ফলে তা হতে

اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ

নাতা-'আশ্রাতা 'আইনা-;ক্বদ্ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্রাবাহুম্; অজোয়াল্লাল্না-'আলাইহিমুল্ গমা-মা

উৎসারিত হল বারটি ঝর্ণা, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব পানস্থান চিনে নিল আর আমি মেঘ দিয়ে তাদেরকে ছায়া দিলাম

আয়াত-১৫৯ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর মাঝে যাবতীয় মহত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, অতএব তাঁর প্রতিটি মহত্বের দাবী পূর্ণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল হিসাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে। প্রিয়জন হিসাবে তাঁর সাথে গভীর মহব্বত রাখতে হবে এবং নবুয়্যতের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১৬১ঃ টীকাঃ (১) মান্না হালকা বরফের ন্যায় সাদা ও তরল এক প্রকার পদার্থ গাছের পাতর উপর এসে জমত। এর স্বাদ মধুর মত মিষ্টি। আর সালওয়া এক প্রকার ছোট পাখীর ভুনা গোশ্ত। তা যত ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু সঞ্চয় করা নিষেধ ছিল। অবশেষে একদিন তারা ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তা ভেবে সঞ্চয় করল, তখন তা বন্ধ হয়ে যায়। (মুঃ কোঃ)

وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا

অআন্‌যাল্‌না-'আলাইহিমুল্ মান্না অস্‌সাল্‌ওয়া-;কুলূ মিন্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি মা-রযাক্ব্‌না-কুম; অমা-
এবং তাদের কাছে মান্না ও সালওয়া[১] নাযিল করলাম, ভাল যা দিয়েছি তা আহার কর। তারা আমার প্রতি জুলুম

ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦١﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ

জোয়ালামূনা-অলা-কিন্ কা-নূ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ১৬১। অইয্ ক্বীলা লাহুমুস্ কুনূ হা-যিহিল্ ক্বারইয়াতা
করে নি বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। (১৬১) স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হয়েছে, এ জনপদে

وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ

অকুলূ মিন্‌হা-হাইছু শি"তুম্ অকূলূ হিত্ত্বোয়াতুঁও অদ্‌খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদান্ নাগ্‌ফির্‌লাকুম্
থাক এবং তোমরা আহার কর যেখানে ইচ্ছা এবং বল আমরা ক্ষমা চাই! আর দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর।

خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٢﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ

খাত্বী — য়া-তিকুম্ সানাযীদুল্ মুহ্‌সিনীন্। ১৬২। ফাবাদ্দালাল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্‌হুম্ ক্বওলান্ গইরাল্
তোমাদের পাপ ক্ষমা করব। সৎকর্মশীলদের জন্য আরো অধিক দেব। (১৬২) জালিমরা শিখানো কথার পরিবর্তন করে

২০ ع ১০ রুকু

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

লাযী ক্বীলা লাহুম্ ফাআরসাল্‌না-'আলাইহিম্ রিজ্‌যাম্ মিনাস্ সামা — য়ি বিমা- কা-নূ ইয়াজ্‌লিমূন্।
অন্য কথা বলল। তাই আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কেননা, তারা সীমালংঘন করেছিল।

﴿١٦٣﴾ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ

১৬৩। অস্‌য়াল্‌হুম্ 'আনিল্ ক্বর্‌ইয়াতিল্ লাতী কা-নাত্ হা-দ্বিরাতাল্ বাহ্‌র্। ইয্ ইয়া'দূনা ফিস্ সাব্‌তি
(১৬৩) আর তাদের জিজ্ঞেস করুন সমুদ্রতীরে অবস্থিত গ্রামবাসীদের কথা, যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করত।

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ

ইয্ তা"তীহিম্ হীতা-নুহুম্ ইয়াওমা সাব্‌তিহিম্ শুর্‌রা'আঁও অইয়াওমা লা-ইয়াস্‌বিতূনা লা-তা'তীহিম্; কাযা-লিকা
যখন শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে সামনে আসত; কিন্তু যেদিন উদ্‌যাপিত হত না সেদিন আসত না; এভাবেই

نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ

নাব্‌লূহুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াফ্‌সুক্ব্‌ন্। ১৬৪। অইয্ ক্ব-লাত্ উম্মাতুম্ মিন্‌হুম্ লিমা তা'ইজূনা ক্বওমা-নি
আমি তাহাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। (১৬৪) স্মরণ করুন, তাদের মধ্য থেকে এক দল বলল, তাদেরকে কেন উপদেশ দাও

اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ

ল্লা-হু মুহ্‌লিকুহুম্ আও মু'আয্‌যিবুহুম্ 'আযা-বান্ শাদী-দা-; ক্ব-লূ মা'যিরাতান্ ইলা-রব্বিকুম্ অলা'আল্লাহুম্
আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন? তারা বলল, ওযর পেশ করার জন্য তোমাদের রবের কাছে, আর যেন তারা

ওয়াকুফে গুফরান মোআনাকা-৬ • অর্ধাংশ

يَتَّقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

ইয়াত্তাকূন্। ১৬৫। ফালাম্মা- না-সূ মা- যুক্কিরূ বিহী ~ আন্জাইনাল্লাযীনা ইয়ান্হাওনা-'আনিস্ সূ — য়ি

সতর্ক হয়। (১৬৫) তারপর যখন তারা কৃত উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি রক্ষা করলাম অকর্ম থেকে বাধা

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٦﴾ فَلَمَّا عَتَوْا

আখায্নাল্লাযীনা জোয়ালামূ বি'আযা-বিম্ বায়ীসিম্ বিমা-কা-নূ ইয়াফ্সুক্বূন্। ১৬৬। ফাল্লাম্মা-'আতাও

দান কারীদের আর জালিমদেরকে কঠোর শাস্তি দিলাম। কেননা, তারা জুলুম করত। (১৬৬) যখন তারা নিষিদ্ধ কাজ

عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٧﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ

'আম্মা-নুহূ 'আন্হু ক্বুল্না-লাহুম্ কূনূ ক্বিরাদাতান্ খা-সিঈন্। ১৬৭। অইয্ তায়ায্যানা রব্বুকা লাইয়াব্'আছান্না

ঔদ্ধত্য ভরে করছিল, তখন আমি বললাম, লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (১৬৭) আপনার রব ঘোষণা করেন যে, কিয়ামত

عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ

'আলাইহিম্ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মাঁই ইয়াসূমুহুম্ সূ — য়াল্ 'আযা-ব্; ইন্না রব্বিকা লাসারী'উল্

পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদের চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। আর নিশ্চয়ই আপনার

الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٨﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ

'ইক্ব-বি অইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রহীম্। ১৬৮। অক্বাত্তোয়া'না-হুম্ ফিল্ আর্দ্বি উমামান মিন্ হুমুছ

রব শাস্তিদানে প্রবল এবং ক্ষমাশীল, দয়াময়। (১৬৮) আর আমি তাদের বিভক্ত করেছি দুনিয়ায় বিভিন্ন দলে,

الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ★

ছোয়া-লিহূনা অমিনহুম্ দূনা যা-লিকা অবালাওনা-হুম্ বিল্হাসানা-তি অস্সাইয়্যিআ- তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'উন্।

যাদের কতেক নেককার আর কতেক এমন নয়; আমি তাদের ভাল মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করছি যাতে তারা ফিরে আসে।

﴿١٦٩﴾ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ

১৬৯। ফাখালাফা মিম্ বা'দ্বিহিম্ খাল্ফুঁও অরিছুল্ কিতা-বা ইয়া''খুযূনা 'আরাদ্বোয়া হা-যাল্ আদ্না-

(১৬৯) অতঃপর তাদের স্থলে তাদের বংশধর এসে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; নগন্য স্বার্থ হাসিল করে আর বলে

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ

অইয়াক্বূলূনা সাইয়ুগ্ফারু লানা -অইঁ ইয়া''তিহিম্ 'আরাদ্বুম্ মিছ্লুহূ ইয়া''খুযূহ; আলাম্ ইয়ু''খায্

আমরা ক্ষমা পাব, অথচ অনুরূপ স্বার্থের ব্যাপার আসলেই তারা তা দ্বীনের বিনিময় গ্রহণ করে; তাদের নিকট থেকে কি

টীকা-১ ঃ আয়াত-১৬৯ঃ আল্লাহ বলেন, আমি ভাল-মন্দ অবস্থা প্রদান করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের কুকর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন করে। ভাল অবস্থার অর্থ তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থার দ্বারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অথবা দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যকে বুঝানো হয়েছে। সারকথা হল, মানবজাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দুটিই প্রক্রিয়া। ইহুদী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এই দুটিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তারা উভয় পরীক্ষায়ই অকৃতকার্য হয়েছে। যা হোক, এ আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহপাকের নেয়ামত এবং তাদের বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হল এক প্রকার আযাব। তাছাড়া পার্থিব আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-বেদনা প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ। (মাঃ কোঃ)

عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ

'আলাইহিম্ মীছাক্বুল্ কিতা-বি আল্লা-ইয়াক্বূলূ 'আলাল্লা-হি ইল্লাল্ হাক্ব্ক্বা অদারাসূ মা-ফীহ্;

কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যেই বলবে ? আর কিতাবে যা আছে তাও অধ্যায়ন করে;

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ

অদ্দা-রুল্ আ-খিরাতু খইরুল্ লিল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূন; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১৭০। অল্লাযীনা ইয়ুমাস্সিকূনা

আর যারা মুত্তাকী তাদের জন্য আখেরাতই উত্তম। তবে কি তোমরা বুঝ না? (১৭০) আর যারা কিতাবকে মজবুতভাবে

بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧١﴾ وَاِذْ نَتَقْنَا

বিল্কিতা-বি অ আক্বা-মুছ্ ছলা-হ; ইন্না-লা-নুদ্বীউ' আজ্ রাল্ মুছ্লিহীন্। ১৭১। অইয্ নাতাক্ব্নাল্

ধরে, নামায আদায় করে, নিশ্চয় আমি নষ্ট করি না নেককারদের শ্রম। (১৭১) স্মরণ করুন, যখন আমি পাহাড়কে তাদের

الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ

জ্বাবালা ফাওক্বহুম্ কাআন্নাহূ জুল্লাতুঁও ওয়াজোয়ান্নূ ~ আন্নাহূ অ কি'উম্ বিহিম্ খুযূ মা ~ আ-তাইনা-কুম্ বিক্বূ ও অতিও

উপর শামিয়ানার মত ধরলাম, তাদের ধারণা হল যে, ওটা তাদের উপর পড়বে, (বললাম) যা দিলাম তা মজবুতভাবে ধর।

২১ ع ৯ ১১ রুকু

وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ

অয্কুরূ মা-ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ১৭২। অইয্ আখাযা রব্বুকা মিম্ বানী ~ আ-দামা মিন্

ওতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে মুত্তাকী হতে পার। (১৭২) আপনার রব বনী আদমের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরকে

ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ

জুহূরিহিম্ যুর্রিয়্যাতাহুম্ অআশ্হাদাহুম্ 'আলা ~ আন্ফুসিহিম্, আলাস্তু বিরব্বিকুম; ক্ব-লূ বালা-;

বের করেন, তাদের স্বীকারোক্তি নেন তাদেরই ব্যাপারে এবং বলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? বলল, হা অবশ্যই

মোআনাকা-৯

شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ

শাহিদ্না-আন্ তাক্বূলূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইন্না-কুন্না-'আন্ হা-যা- গ-ফিলীন্। ১৭৩। আও তাক্বূলূ ~ ইন্নামা ~

আমরা সাক্ষ্য দিলাম। এ জন্য যে, যেন না বল- আমরা এ ব্যাপারে বেখবর ছিলাম। (১৭৩) অথবা তোমরা যেন না বল যে,

اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

আশ্রাকা আ-বা — য়ুনা-মিন্ ক্বাব্লু অকুন্না- যুররিয়্যাতাম্ মিম্ বা'দিহিম্ আফাতুহ্লিকুনা-বিমা-ফা'আলাল্

পূর্ব পুরুষরাই তো পূর্বে শিরক করেছে, আমরা পরের বংশধর। বিভ্রান্তদের কৃতকর্মের জন্য কি আমাদেরকে ধ্বংস

الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٥﴾ وَاتْلُ

মুবত্বিলূন্। ১৭৪। অকাযা-লিকা নুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি অলা'আল্লাহুম্ ইয়ারজিঊ'ন। ১৭৫। অত্লু

করবেন? (১৭৪) আমি এভাবেই বর্ণনা করি আয়াতসমূহ যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।(১৭৫) আর আপনি

عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ

'আলাইহিম্ নাবায়াল্লাযী ~ আ-তাইনা-হু আ-ইয়া-তিনা-ফান্সালাখা মিন্হা-ফাআত্বা'আহুশ্ শাইত্বোয়া-নু ফাকা-না মিনাল্

তাদেরকে ঐ ব্যক্তির কথা শুনান যাকে নিদর্শন প্রদান করেছিলাম। সে তা বর্জন করল। শয়তান তার পেছনে লেগে তাকে

الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ

গা-ওয়ীন্। ১৭৬। অলাও শি''না লারাফা'না-হু বিহা-অলা-কিন্নাহূ ~ আখ্লাদা ইলাল্ আরদ্বি অত্তাবা'আ হাওয়া-হু

পথভ্রষ্ট করল। (১৭৬) অবশ্য আমি চাইলে এটা দ্বারা তাকে মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল,

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۭ ذٰلِكَ

ফামাছালুহূ কামাছালিল্ কাল্বি ইন্ তাহ্মিল্ 'আলাইহি ইয়াল্হাছ্ আও তাত্রুক্হু ইয়াল্হাছ্; যা-লিকা

তার উপমা কুকুরের অনুরূপ যদি তুমি তাড়া দাও তবুও সে হাঁপায়, আর না দিলেও সে হাঁপায়, এ হল তাদের

مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

মাছালুল্ ক্বাওমিল্লাযীনা কাযযাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ফাক্ছুছিল্ ক্বাছোয়াছোয়া লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাফাক্কারূন্।

উপমা যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে, অতএব আপনি এসব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। যেন চিন্তা করে।

﴿١٧٧﴾ سَاۗءَ مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

১৭৭। সা — য়া মাছালা-নিল্ ক্বাওমুল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-অআন্ফুসাহুম্ কা-নূ ইয়াজ্লিমূন্।

(১৭৭) কতইনা মন্দ ঐ কাওমের উপমা যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা জানে এবং নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

﴿١٧٨﴾ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾ وَلَقَدْ

১৭৮। মাইঁ য়াহ্দি ল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহ্তাদী অমাঁই ইয়ুদ্বলিল্ ফাউলা — য়িকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ১৭৯। অলাক্বদ্

(১৭৮) যাকে আল্লাহ পথ দেন, সে পথ পায় এবং যাদেরকে গোমরাহ করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৯। নিশ্চয়ই

ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۡ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ

যারা''না-লিজ্বাহান্নামা কাছীরাম্ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্ইন্সি লাহুম্ ক্বুলূবুল্ লা-ইয়াফ্ক্বহূনা বিহা-অলাহুম্

আমি অনেক জিন ও মানুষকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে, তা দ্বারা বুঝে না তাদের চক্ষু

اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ

আ'ইয়ুনুল্ লা-ইয়ুব্ছিরূনা বিহা- অলাহুম্ আ-যা-নুল্ লা-ইয়াস্মা'ঊনা বিহা-; উলা — য়িকা কাল্আন্'আ-মি বাল্

আছে, তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে তা দিয়ে শুনে না। তারা পশুর মত, বরং তারা তদপেক্ষা বেশি নিকৃষ্ট,

শানেনুযূল্ ঃ আয়াত-১৭৫ ঃ কারো কারো মতে এ আয়াতটি মসজিদে জেরার প্রতিষ্ঠাকারী আবু আমের রাহেবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে বনী ইসরাঈলের বাসূস নামের এক ব্যক্তিকে তিনটি দোয়া কবুল করার ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তার স্ত্রী বলল, তা থেকে আমার জন্য একটি দোয়া কর যেন বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে সুন্দরী রমনী হয়ে যাই। দোয়া করার পর সে অনুরূপ হয়ে গেল এবং স্বামীর প্রতি অনিহা প্রকাশ করতে লাগল। তখন সে রাগান্বিত হয়ে বদদোয়া করলে মহিলা কুকুরের রূপ ধারণ করে। অতঃপর তার ছেলেরা বাসূসকে ধরল মহিলাকে তার পূর্বের রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, বাসূস তাই করল এবং এভাবে তার তিনটি দোয়াই শেষ হয়ে গেল। (নূঃ কুঃ)

هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ

হুম্ আদ্বোয়াল্; উলা — য়িকা হুমুল্ গ-ফিলূন্। ১৮০। অলিল্লা-হিল্ আস্মা — য়ুল্ হুস্না- ফাদ্'উহু বিহা-
তারাই গাফেল। (১৮০) আর আল্লাহ্র কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে; তোমরা ঐ সব নামেই তাঁকে ডাকবে।

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ★

অযারুল্লাযীনা ইয়ুল্হিদূনা ফী ~ আস্মা — য়িহ্; সাইয়ুজ্ যাওনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।
২২ আর যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে বর্জন করে চলবে। শীঘ্রই তাদেরকে দেয়া হবে তাদের কৃত কর্মের প্রতি ফল।

ع ১০ ﴿١٨١﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨٢﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
১২ রুকু

১৮১। অমিম্মান্ খলাক্ব্‌না ~ উম্মাতুঁই ইয়াহ্দূনা বিল্হাক্ব্ ক্বি অবিহী ইয়া'দিলূন্। ১৮২। অল্লাযীনা কায্যাবূ
(১৮১) আর আমার সৃষ্টিতে এমন একদল আছে যারা সঠিক পথ দেখায় এবং ন্যায় বিচার করে। (১৮২) আর যারা আয়াতকে মিথ্যা

بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٣﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ★

বিআ-য়া-তিনা সানাস্তাদ্রিজুহুম্ মিন্ হাইছু লা-ইয়া'লামূন্। ১৮৩। অউম্লী লাহুম্ ইন্না কাইদী মাতীন্।
জানে, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এমনভাবে ধরব যে, বুঝতেই পারবে না। (১৮৩) আর আমি সময় দেই, নিশ্চয়ই আমার কৌশল দৃঢ়।

﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٥﴾ أَوَلَمْ

১৮৪। আওয়ালাম্ ইয়াতাফাক্কারূ মা-বিছোয়া-হিবিহিম্ মিন্ জ্বিন্নাহ্; ইন্ হুআ ইল্লা- নাযীরুম্ মুবীন্। ১৮৫। আওয়ালাম্
(১৮৪) তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের সাথী উম্মাদ নয়; নিশ্চয়ই তিনি তো স্পষ্ট সতর্ককারী। (১৮৫) তারা কি

يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ

ইয়ান্জুরূ ফী মালাকূতিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অমা-খলাক্বাল্লা-হু মিন্ শাইয়িঁও অআন্
ভেবে দেখেনা আকাশ ও পৃথিবীর শাসন সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে ? এবং এর প্রতিও

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ★

'আসা ~ আঁই ইয়াকূনা ক্বাদিক্ব্ তারাবা আজ্বালুহুম্ ফাবিআইয়্যি হাদীছিম্ বা'দাহূ ইউ''মিনূন্।
যে তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, এর পর তারা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে ?

﴿١٨٦﴾ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ★

১৮৬। মাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফালা-হা-দিয়া-লাহ্; অ ইয়াযারুহুম্ ফী তু্গ্ইয়া-নি হিম্ ইয়া'মাহূন্।
(১৮৬) আল্লাহ যাকে বিপথে নেন তার জন্য পথ প্রদর্শক নেই। আর তিনি তাদেরকে গোমরাহীতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত দেন।

﴿١٨٧﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا

১৮৭। ইয়াস্য়ালূনাকা 'আনিস্ সা-আ'তি আইইয়া-না মুর্সা-হা-; ক্বুল্ ইন্নামা- 'ইলমুহা-'ইন্দা রব্বী লা-
(১৮৭) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলুন, এর জ্ঞান তো কেবল আমার রবের নিকটই ;

يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا

ইউজ্বাল্লীহা- লিওয়াক্বতিহা ~ ইল্লা- হুঅ ছাক্বুলাত্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; লা-তা"তীকুম্ ইল্লা-

তিনি তা নির্ধারিত সময় প্রকাশ করবেন। আসমান-যমীনে তা মারাত্মক হবে। তোমাদের উপর তা অকস্মাৎ

بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ

বাগ্তাহ্; ইয়াস্য়ালূনাকা কাআন্নাকা হাফিইয়ুন্ 'আন্হা-; কুল্ ইন্নামা-'ইল্মুহা-'ইন্দাল্লা-হি অলা-কিন্না আক্ছারান্

উপস্থিত হবে, আপনি জানেন মনে করে তারা প্রশ্ন করে, বলুন, তার জ্ঞান শুধু আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ

না-সি লা-ইয়া'লামূন্।১৮৮। কুল্ লা ~ আম্লিকু লিনাফ্সী নাফ্'আঁও অলা-দ্বোয়ার্রান্ ইল্লা-মা-শা — য়াল্লা-হু;

লোকই তা জানে না। (১৮৮) বলুন, আল্লাহ্ যা চান তা ছাড়া নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার ক্ষমতা নেই। আর আমি

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

অলাও কুন্তু আ'লামুল্ গইবা লাস্তাক্ছার্তু মিনাল্ খাইর্; অমা- মাস্সানিয়াস্ সূ — য়ু

যদি গায়েব জানতাম, তাহলে তো বহু কল্যাণ লাভে সক্ষম হতাম। কোন অপকার আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

ইন্ আনা-ইল্লা-নাযীরুঁও অবাশীরুল্ লিক্বওমিইঁ ইয়ু"মিনূন্। ১৮৯। হুঅ ল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্সিঁও

তো মু'মিনদের জন্য একমাত্র সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (১৮৯) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন,

وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا

ওয়া- হিদাতিঁও অজা'আলা মিন্হা- যাওজ্বাহা- লিইয়াস্কুনা ইলাইহা-ফালাম্মা- তাগাশ্শা-হা-হামালাত্ হাম্লান্

আর তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যেন তার কাছে সে শান্তি পায়। অতঃপর যখন সঙ্গম করে তখন সে লঘু গর্ভ

خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا

খাফীফান্ ফামার্রাত বিহী ফালাম্মা ~ আছ্ক্বলাদ্ দা'আওল্লা-হা রব্বাহুমা- লায়িন্ আ-তাইতানা-ছোয়া-লিহাল্

ধারণ করে এবং অক্লেশে চলাফেরা করে। যখন গর্ভভারী হয় তখন উভয়েই তাদের রবকে ডাকে, যদি আমাদেরকে সুসন্তান

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا

লানাকূনান্না মিনশ্ শা -কিরীন্। ১৯০। ফালাম্মা ~ আ-তা-হুমা-। ছোয়া-লিহান্ জ্বা'আলা- লাহূ শুরাকা — য়া ফীমা ~

দাও, তবে আমরা কৃতজ্ঞ হব। (১৯০) অতঃপর যখন উভয়কে সুসন্তান প্রদান করলেন তখন দেয়া বস্তু নিয়ে তাঁর সাথে

শানেনুযূলঃ আয়াত-১৮৮ঃ কাফেররা নবী (ছঃ)- কে বলল, আপনি নবী হলে আমাদের পার্থিব অসুবিধাসমূহ কেন দূর করছেন না? অথবা প্রশ্ন করত, হারানো উট কোথায় পাওয়া যাবে? এভাবে নানা অভিযোগ করছিল। অনন্তর গজওয়ায়ে বনী মুসতালেক হতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সঙ্গীদেরসহ ফিরে আসার পথে ঘুর্ণিবার্তার মধ্যে তাদের সওয়ারী পশুগুলো পালিয়ে গেল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মদীনায় রেফাআর মৃত্যুর সংবাদ পাঠিয়ে আপন উটনীর সন্ধানের আদেশ দিলেন। এতদশ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রুপাত্মক হাসি হেসে বলল, দূরদূরান্তের মদীনায় অদ্য কি হয়েছে সে সংবাদ দিচ্ছে, কিন্তু নিকটতম ব্যবধানে আপন উটনীর খবর জানে না। তৎপর হুযূর (ছঃ) বললেন, অমুক স্থানের অমুক বৃক্ষে উটনীর লাগাম আটকিয়ে রয়েছে, নিয়ে আস, সন্ধানীরা সেখানে গিয়ে পেলেন, কাফেরদের উল্লিখিত কথার উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩١﴾ اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ

আ-তা-হুমা-ফাতা'আলাল্লা-হু 'আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূন্। ১৯১। আইয়ুশ্‌রিকূনা মা-লা- ইয়াখ্‌লুক্বু শাইয়াঁও অহুম্

শরীক করে, বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের শিরক্ হতে বহু উর্দ্ধে (১৯১) যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাকেই কি শরীক করে?

يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩٢﴾ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٣﴾ وَاِنْ

ইয়ুখ্‌লাক্বূন্। ১৯২। অলা-ইয়াস্‌তাত্বীঊ'না লাহুম্, নাছ্‌রাঁও অলা ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়ান্‌ছুরূন্। ১৯৩। অইন্

বরং নিজেরাই সৃষ্ট। (১৯২) আর না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) তাদেরকে

تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ

তাদ্'উহুম্ ইলাল্ হুদা- লা ইয়াত্তাবি'উকুম্; সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইকুম্ আদ্'আওতুমূহুম আম্

যদি তোমরা সৎপথে আহ্বান কর, তবে তারা অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদের ডাক বা চুপ করে থাক

اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

আন্‌তুম্ ছোয়া-মিতূন্। ১৯৪। ইন্না ল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি 'ইবা-দুন্ আম্‌ছা-লুকুম্

উভয়ই সমান। (১৯৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদের মতই বান্দাহ্; অতএব

فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٥﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ

ফাদ্'উহুম্ ফাল্ ইয়াস্‌তাজীবূ লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৯৫। আলাহুম্ আর্‌জুলুঁই ইয়াম্‌শূনা

তাদের ডাক, যেন তারা ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৯৫) তাদের কি পা আছে? যা দিয়ে তারা

بِهَآ ۡ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ۡ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۡ اَمْ لَهُمْ

বিহা ~ আম্ লাহুম্ আইদিঁই ইয়াব্‌ত্বিশূনা বিহা ~ আম্ লাহুম্ আ'ইয়ুনুঁই ইয়ুব্‌ছিরূনা বিহা ~ আম্ লাহুম্

চলাফেরা করে, তাদের কি হাত আছে? যা দিয়ে তারা ধরে, তাদের কি চোখ আছে? যা দিয়ে তারা দেখতে পায় এবং তাদের

اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ *

আ -যা-নুঁই ইয়াস্‌মা'উনা বিহা-; ক্বুলিদ্'উ শুরাকা — য়াকুম্ ছুম্মা কীদূনি ফালা-তুন্‌জিরূন্।

কি শোনার কান আছে? বলুন, তোমাদের শরীকদেরকে ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

﴿١٩٦﴾ اِنَّ وَلِيِّ ـىَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٧﴾ وَالَّذِيْنَ

১৯৬। ইন্না অলিয়্যিয়া ল্লা-হু ল্লাযী নায্‌যালাল্ কিতা-বা অহুঅ ইয়াতাওয়াল্‌লাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ১৯৭। অল্লাযীনা

(১৯৬) আল্লাহ্ই আমার রক্ষাকারী যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি নেককারদের অভিভাবক হন। (১৯৭) তোমরা

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٨﴾ وَاِنْ

তাদ্'উনা মিন্ দূনিহী লা- ইয়াস্‌তাত্বী'উনা নাছ্‌রাকুম্ অলা ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়ান্‌ছুরূন্। ১৯৮। অইন্

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের এবাদত কর, তারা না তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদেরকে। (১৯৮) তাদেরকে

تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

তাদ্'উহুম্ ইলাল্ হুদা-লা-ইয়াস্মা'উ; অতা-রাহুম্ ইয়ান্জুরূনা ইলাইকা অহুম্ লা- ইয়ুব্ছিরূন্।
সৎপথে ডাকলে তারা কিছুই শুনবে না। এবং দেখবেন যে, আপনার দিকে চেয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখে না।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ

১৯৯। খুযিল্ 'আফ্ওয়া ওয়া"মুর্ বিল্'উর্ফি অ'আরিদ্ব 'আনিল্ জ্বা-হিলীন্। ২০০। অইম্মা-ইয়ান্যাগান্নাকা মিনাশ্
(১৯৯) ক্ষমা পরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করুন। (২০০) আর আপনাকে

الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا

শাইত্বোয়া-নি নায্গুন্ ফাস্তাই'য্ বিল্লা-হ্;ইন্নাহূ সামী'উন্ 'আলীম্। ২০১। ইন্নাল্লাযীনাত্ তাক্বাও ইযা-
শয়তান কুমন্ত্রনা দিলে আল্লাহ্র শারণাপন্ন হবেন, তিনি শুনেন, জানেন। (২০১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের যখন শয়তান কুমন্ত্রনা

مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ

মাস্সাহুম্ ত্বোয়া — য়িফুম্ মিনাশ্ শাইত্বো-নি তাযাক্কারূ ফাইযা-হুম্ মুব্ছিরূন্। ২০২। অইখওয়া-নুহুম্
প্রদান করে, তখন তারা সচেতন হয়। এবং তখন তাদের অন্তর্চক্ষু খুলে যায়। (২০২) আর তাদের সাথীরা

يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا

ইয়ামুদ্দূনাহুম্ ফিল্ গইয়্যি ছুম্মা লা- ইয়ুক্ব্ ছিরূন্। ২০৩। অইযা-লাম্ তা"তিহিম্ বিআ-ইয়াতিন্ ক্ব-লূ
তাদেরকে কুপথে টানে, এতে তারা কোন ত্রুটি করে না। (২০৩) আপনি তাদের সম্মুখ কোন নিদর্শন পেশ না করলে তারা

لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ

লাওলাজ্ব্তাবাইতাহা-; ক্বুল্ ইন্নামা ~ আত্তাবিউ' মা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা মির্ রব্বী হা-যা-বাছোয়া — য়িরু
বলে, কেন আপনি তা আনলেন না? আপনি বলুন, আমি তো কেবল আমার রবের অহীর অনুসরণ করি, এটা নির্দেশ

مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

মির্ রব্বিকুম্ অহুদাঁও অ রহ্মাতুল্ লিকওমিঁই ইয়ু"মিনূন্। ২০৪। অইযা-ক্বুরিয়াল্ ক্বুর্আ-নু
তোমাদের রবের, মুমিনদের জন্য এটা হেদায়েত ও দয়া। (২০৪) আর যখন তোমাদের সম্মুখে কোরআন পঠিত হয়

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي

ফাস্তামি'উ লাহূ অ 'আন্ছিতূ লা'আল্লাকুম্ তুর্হামূন্। ২০৫। অয্কুর্ রব্বাকা ফী
তখন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক, যেন তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার। (২০৫) আর স্মরণ কর তোমার রবকে

আয়াত-২০১ ঃ অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে আয়াতটির মর্মার্থ হল, শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণত মানুষের কাছে সু-উচ্চ মান দাবী করবেন না। বরং তারা সহজেই যে মানে আদায় করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করুন। আর অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়-নীতির মাধ্যমেই নয়, বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-২০৪ঃ পবিত্র কোরআনকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর পবিত্র কোরআনের বড় আদব হল, তেলাওয়াতের সময় কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকা এবং এর হুকুম-আহকামের উপর আ'মল করার চেষ্টা করা। (তাফঃ মাযঃ)

نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

নাফ্সিকা তাদ্বোয়ার্‌রুআঁও অখীফাতাঁও অদূনাল্ জ্বাহ্‌রি মিনাল্ ক্বওলি বিল্‌গুদুওয়্যি
মনে মনে, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি দলভুক্ত হয়ো না

وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا

অল্ আ-ছোয়া-লি অলা-তাকুম্ মিনাল্ গ-ফিলীন্। (২০৬) ইন্নাল্লাযীনা 'ইন্দা রব্বিকা লা-
গাফেলদের। (১০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে

২৪ ع ১৮ 14 রুকু

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩

ইয়াস্তাক্‌বিরূনা 'আন্ 'ইবা-দাতিহী অইয়ুসাব্বিহূনাহূ অলাহূ ইয়াস্‌জুদূন্।
তাঁর এবাদাত হতে বিমুখ হয় না। তারাই তাসবীহ্ পাঠ করে এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই সেজদা করে।

সিজদাহ্-১

সূরা আন্ফাল
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির্ রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৫
রুকূ ঃ ১০

• তিন চতুর্থাংশ

﴿١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ

১। ইয়াস্‌য়ালূনাকা 'আনিল্ আন্‌ফা-ল;ক্বুলিল্ আন্‌ফা-লু লিল্লা-হি অর্‌রসূলি, ফাত্তক্বুল্লা-হা অ
(১) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে গণিমতের মাল সম্পর্কে বলুন; গণীমত তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, সুতরাং আল্লাহকে

أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ إِنَّمَا

আছ্‌লিহূ যা-তা বাইনিকুম্ অ আত্বী'উল্লা-হা অরসূলাহূ ~ ইন্ কুন্‌তুম্ মু"মিনীন্। ২। ইন্নামাল্
ভয় কর এবং গড়ে তোল নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব। আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, যদি মু'মিন হও। (২) মু'মিন

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

মু"মিনূনা ল্লাযীনা ইযা-যুকিরাল্লা-হু অজ্বিলাত্ ক্বুলূবুহুম্ অ ইযা-তুলিয়াত্ 'আলাইহিম্
তো তারাই, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে, তাদের সামনে আয়াত পঠিত হলে

آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

আ-ইয়া-তুহূ যা-দাত্‌হুম্ ঈমা-নাঁও অ'আলা-রব্বিহিম্ ইয়াতাঅক্কালূন্।৩।আল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা-তা অ
তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের রবের উপরে নির্ভর করে। (৩) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং

নামকরণ ঃ 'আনফাল' শব্দটি নফল শব্দের বহুবচন। ফরয কাজের অতিরিক্ত জিনিসকে নফল বলে। এতে দান-খয়রাত , দয়াদাক্ষিণ্য ,ফরয ছাড়া সকল নামায ও সম্পদ-এর মধ্যে শামিল। এখানে আনফাল' হচ্ছে সেই যুদ্ধলব্ধ মালকে বুঝানো হচ্ছে যা মুসলমানরা বদর যুদ্ধ লাভ করেছিল। যেহেতু যুদ্ধে সম্পদ লাভ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ মুসলমাদেরকে তা দিয়েছেন, তাই একে ' নফল' বা গনীতম বলা হচ্ছে। যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে গণীমতের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই এ সূরার নাম আন্ফাল রাখা হয়েছে। আবার এ সূরাকে 'সূরাতুল বদর'ও বলা হয়।

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ

মিম্মা-রযাক্বনা হুম্ ইয়ুন্‌ফিক্বূন্। ৪। উলা — য়িকা হুমুল্ মু''মিনূনা হাক্বক্বা-; লাহুম্ দারাজ্বা-তুন্ 'ইন্‌দা

যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (৪) তারাই প্রকৃত মু'মিন; তাদের রবের নিকট তাদের জন্য

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٥ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ

রব্বিহিম্ অমাগ্‌ফিরাতুঁও অরিয্‌ক্বুন্ কারীম্। ৫। কামা — আখ্‌রাজ্বাকা রব্বুকা মিম্ বাইতিকা বিল্‌হাক্বক্বি

রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ ক্ষমা ও উত্তম রিযিক। (৫) যেমন আপনাকে আপনার রব আপনার ঘর হতে যথার্থই বের

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٦ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ

অইন্না ফারীকাম্ মিনাল্ মু''মিনীনা লাকা-রিহূন্। ৬। ইয়ুজ্বা-দিলূনাকা ফিল্‌হাক্বক্বি বা'দা

করেছেন অথচ মু'মিনদের একদল এটা অপছন্দ করেছিল। (৬) সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার

مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٧ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ

মা-তাবাইয়্যানা কাআন্নামা-ইয়ুসা-ক্বূনা ইলাল্ মাওতি অহুম্ ইয়ান্‌জুরূন্।৭। অইয্ ইয়া'ইদুকুমুল্লা-হু

সঙ্গে তর্ক করে; যেন তারা মৃত্যুর প্রতি চালিত হচ্ছিল আর তারা তা দেখেছিল।(৭) স্মরণ কর, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি

اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ

ইহ্‌দাত্ব্‌ত্বোয়া — য়িফাতাইনি আন্নাহা-লাকুম্ অতাওয়াদ্দূনা আন্না গাইরা যা-তিশ্ শাওকাতি তাকূনু

দিলেন যে, দু দলের এক দল তোমাদের হাতে আসবে আর তোমরা তো চাচ্ছিলে নিরস্ত্র দলটি যেন আয়ত্তে আসে

لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٨ لِيُحِقَّ

লাকুম্ অইয়ুরীদুল্লা-হু আঁই ইয়ুহিক্বক্বাল্ হাক্বক্বা বিকালিমা-তিহী অইয়াক্বত্বোয়া'আ দা-বিরাল্ কা-ফিরীন্। ৮। লিইয়ুহিক্বক্বাল্

আর আল্লাহ চান যে, সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। আর কাফিরদের নির্মূল করেন। (৮) যেন তিনি

الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٩ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ

হাক্কা অইয়ুব্‌ত্বিলাল্ বা-ত্বিলা অলাও কারিহাল্ মুজ্‌রিমূন্। ৯। ইয্ তাস্‌তাগীছূনা রব্বাকুম্

অন্যকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন, যদিও পাপীরা তা পছন্দ করে। (৯) স্মরণ কর যখন তোমরা রবের কাছে

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝١٠ وَمَا

ফাস্‌তাজ্বা-বা লাকুম্ আন্নী মুমিদ্দুকুম্ বিআল্‌ফিম্ মিনাল্ মালা — য়িকাতি মুরদিফীন্। ১০। অমা-

সাহায্য চাইলে জবাবে তিনি বললেন যে, নিশ্চয়ই আমি এক হাজার ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করব। (১০) আল্লাহ তো

جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

জ্বা'আলাহুল্লা-হু; ইল্লা-বুশ্‌রা- অলিতাত্ব্‌মায়িন্না বিহী ক্বুলূবুকুম্ অমান্‌নাছ্‌রু ইল্লা-মিন্ 'ইনদিল্লা-হ্;

এ সাহায্য করলেন শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য যেন তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত হয়। আর সাহায্য তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে,

১ ع ١٠ ১৫ রুকু

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١١﴾ إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম্।১১। ইয ইয়ুগাশ্‌শীকুমুন্ নু'আ- সা আমানাতাম্ মিন্‌হু অইয়ুনায্‌যিলু 'আলাইকুম্

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাকৌশলী। (১১) স্মরণ কর, তিনি শান্তির জন্য তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করেন আর তিনি

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ

মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াল্ লিইয়ুত্বোয়াহ্‌হিরাকুম্ বিহী অইয়ুয্‌হিবা 'আন্‌কুম্ রিজ্‌ যাশ্ শাইত্বোয়া-নি অলিইয়ারবিত্বোয়া

আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি। তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং যাতে অন্তর থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা

عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٢﴾ إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ أَنِّيْ

'আলা- ক্বুলূবিকুম্ অইয়ুছাব্বিতা বিহিল্ আক্বদা-ম্। ১২। ইয্ ইয়ূহী রব্বুকা ইলাল্ মালা — য়িকাতি আন্নী

দূর হয়, আর তোমাদের অন্তর দৃঢ় ও পা স্থির রাখার জন্য। (১২) যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাদের প্রতি অহী করেন

مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ سَأُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

মা'আকুম্ ফাছাব্বিতুল্ লাযীনা আ-মানূ; সাউল্‌ক্বী ফী ক্বুলূবিল্ লাযীনা কাফারুর্ রু'বা

যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা মু'মিনদেরকে দৃঢ় রাখ। শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٣﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا

ফাদ্বরিবূ ফাওক্বাল্ আ'না-ক্বি ওয়াদ্ব্‌রিবূ মিন্‌হুম্ কুল্লা বানা-ন্। ১৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ শা — ক্ব্‌ক্বূল্

করব; অতএব আঘাত হান। তাদের ঘাড়ে ও অঙ্গুলির জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) কারণ, তারা বিরোধিতা করে

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ☆

লা-হা অ রসূলাহূ অমাই ইয়ুশা-ক্বিক্বি ল্লা-হা অ রসূলাহূ ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের; কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করলে আল্লাহ তো কঠোর শাস্তিদাতা।

﴿١٤﴾ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَأَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا

১৪। যা-লিকুম্ ফাযূক্বূহু অ আন্না লিল্‌কাফিরীনা 'আযা-বান্না-র্। ১৫। ইয়া ~ আ ইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-

(১৪) এ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। আর কাফেরদের জন্য আগুনের শাস্তি নির্ধারিত আছে। (১৫) হে মু'মিনরা! যখন

لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٦﴾ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

লাক্বীতুমুল্ লাযীনা কাফারূ যাহ্‌ফান্ ফালা-তুওয়াল্লূ হুমুল্ আদ্‌বা-র্।১৬। অমাই ইয়ুওয়াল্লিহিম্ ইয়াওমায়িযিন্

তোমরা সৈন্য বাহিনীরূপে মুখোমুখি হবে কাফেরদের তখন তোমারা পশ্চাদমুখী হবে না। (১৬) সেই সময় যুদ্ধ কৌশল হিসেবে

دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ

দুবুরাহূ ~ ইল্লা- মুতাহার্‌রিফাল্ লিক্বিতা-লিন্ আও মুতাহাইয়্যিযান্ ইলা-ফিয়াতিন্ ফাক্বদ্ বা — য়া বিগাদ্বোয়াবিম্ মিনাল্লা-হি অমা'ওয়া-হু

বা নিজ দলে নিজ স্থান নেয়া ছাড়া কেউ পশ্চাদমুখী হলে সে আল্লাহ্‌র গযবেরই ভাগী হবে। এবং তার ঠিকানা হবে

جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ

জ্বাহান্নাম; অবি'সাল্ মাছীর। ১৭। ফালাম্ তাক্ব্‌তুলূহুম্ অলা-কিন্না ল্লা-হা ক্বাতালাহুম্ অমা-রমাইতা ইয্

জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট। (১৭) তোমরা হত্যা করনি বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন, আর যখন নিক্ষেপ

رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

রমাইতা অলা-কিন্না ল্লা-হা রমা-অলিইয়ুব্‌লিয়াল্ মু"মিনীনা মিন্‌হু বালা — য়ান্ হাসানা-; ইন্নাল্লা-হা

করেছিলেন, আপনি করেননি, বরং আল্লাহই করেছিলেন, যেন মু'মিনদেরকে উত্তম পুরুস্কার দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا

সামী'উন্ 'আলীম্। ১৮। যা-লিকুম্ অআন্নাল্লা-হা মূহিনু কাইদিল্ কা-ফিরীন্। ১৯। ইন্ তাস্‌তাফ্‌তিহূ

শুনেন, জানেন। (১৮) এটাই তোমাদের জন্য, আর আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন। (১৯) যদি (কাফেরদের) ফয়সালা

فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ

ফাক্বদ্ জ্বা — য়াকুমুল্ ফাত্‌হু অইন্ তান্‌তাহূ ফাহুওয়া খইরুল্লাকুম্, অইন্ তা'উদূ না'উদ্,

চাও, তবে তা তোমাদের নিকট এসেছে। আর তোমারা বিরত হলে তোমাদেরই কল্যাণ। আর পুনরায় করলেপুনরায়

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا ২ ع ৯ ১৬ রুকু

অলান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌কুম্ ফিয়াতুকুম্ শাইয়াঁও অলাও কাছুরাত অআন্নাল্লা-হা মা'আল্ মু"মিনীন্ ২০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

শাস্তি দেব। সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই মু'মিনদের সঙ্গে আছেন। (২০) হে

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ وَلَا

লাযীনা আ-মানূ ~ আত্বী'উল্লা-হা- অ রসূলাহূ অলা-তাওয়াল্লাও 'আন্‌হু অআন্‌তুম্ তাস্‌মা'ঊন। ২১। অলা-

মু'মিনরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এবং তোমারা তাঁর কথা শুনা অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে নিও না। (২১) আর

تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ

তাকূনূ কাল্লাযীনা ক্বা-লূ সামি'না- অহুম্ লা-ইয়াস্‌মা'ঊন। ২২। ইন্না শার্‌রা দ্দাওয়া — বিব 'ইন্‌দা ল্লা-হিছ্

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে শুনলাম, অথচ তারা শুনে না। (২২) আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই নিকৃষ্ট বধির

الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ

ছুম্মুল্ বুক্‌মুল্লাযীনা লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ২৩। অলাও 'আলিমাল্লা-হু ফীহিম্ খাইরাল্ লাআস্‌মা'আহুম্;অলাও

ও মুক যারা অনুধাবন করে না। (২৩) আর যদি তাদের মধ্যে দেখতেন কোন কল্যাণ তবে তাদেরকে শুনাতেন;

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

আস্‌মা'আহুম্ লাতাওয়াল্লাও অহুম্ মু'রিদ্বূন্। ২৪। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানুস্ তাজ্বীবূ লিল্লা-হি

শুনালেও অবশ্যই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উপেক্ষা করত। (২৪) হে যারা ঈমান এনেছে! তোমাদেরকে

وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ

অলির্‌রসূলি ইযা-দা'আ-কুম্ লিমা-ইয়ুহ্‌য়ীকুম্ অ'লামূ ~ আন্না ল্লা-হা ইয়াহূলু বাইনাল্ মা-র্‌য়ি

প্রাণবন্ত করার জন্য রাসূল যখন ডাকে তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে। আর জানবে যে আল্লাহ মানুষ ও তার মনের

وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

অক্বল্‌বিহী অআন্নাহূ ~ ইলাইহি তুহ্‌শারূন্। ২৫। অত্তাক্বূ ফিত্‌নাতাল্ লা-তুছীবান্নাল্ লাযীনা জ্বোয়ালামূ

অন্তরালে আছেন। আর তাঁরই নিকট তোমরা একত্রিত হবে। (২৫) আর ভয় কর ঐ ফিতনাকে যা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা জালিম

مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ

মিন্‌কুম্ খা — ছ্বোয়াতান্ অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্। ২৬। অয্‌কুরূ ~ ইয্ আন্‌তুম্ ক্বালীলুম্

তাদেরকেই বিশেষ করে ক্লিষ্ট করবে না; জেনে রাখ, আল্লাহই কঠোর শাস্তিদাতা। (২৬) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায়

مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ

মুস্‌তাদ্‌'আফূনা ফিল্ আর্‌দ্বি তাখা-ফূনা আই ইয়াতাখাত্ত্বোয়াফাকুমুন্ না-সু ফাআ-ওয়া-কুম্ অ আইয়্যাদাকুম্

কম ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বলরূপে গণ্য ছিল;; ভয় করতে যে, লোকেরা না তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। তারপর তিনিই আশ্রয় দেন,

بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا

বিনাছ্‌রিহী অ রযাক্বাকুম্ মিনাত্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্। ২৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা অ-মানূ লা-

স্বীয় সাহায্যে শক্তিশালী করেন এবং রিযিক দেন উত্তম বস্তু থেকে। যেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (২৭) হে মু'মিনরা! জেনে আল্লাহর

تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ

তাখূনুল্লা-হা অর্‌রসূলা অতাখূনূ ~ আমা-না-তিকুম্ অ আন্‌তুম্ তা'লামূন্। ২৮। অ'লামূ ~ অন্নামা ~

ও রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করও না। এবং পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও খেয়ানত করো না। (২৮) আর জেনে রাখ,

ع ৩ ৯ ১৭ রুকু

اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

'আম্‌ওয়া-লুকুম্ অ 'আওলা-দুকুম্ ফিত্‌নাতুঁও অআন্না ল্লা-হা 'ইন্‌দাহূ ~ আজ্‌রুন্ 'আজীম্।২৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~

তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি এক পরীক্ষা; বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (২৯) হে মুমিনরা! আল্লাহ্‌কে

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ

ইন্ তাত্তাক্বুল্লা-হা ইয়াজ্‌'আল্ লাকুম্ ফুর্‌ক্বা-নাও অইয়ুকাফ্‌ফির্ 'আন্‌কুম্ সাইয়িয়া-তিকুম্ ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম্ ;

ভয় করলে তিনিই তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যের শক্তি দান করবেন তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৭ ঃ আবু লুবাব, মারওয়ান ও আবদুল মুন্‌যির সন্ধন্ধে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বণী কোরাইযার ইহুদীদেরকে তিন মাস ১০দিন পর্যন্ত রাসূল (ছঃ) অবরোধ রাখার পর যখন তারা অপোষ মীমাসাংর প্রস্তাব দিল, তখন রাসূল (ছঃ) বললেন, সা' আদ ইবনে মু'আয যে মীমাংসা করবেন, তদনুসারে মীমাংসা হবে। তারা এ মিমাংসা না মেনে বলল, আবু লুবাবাকে যখন তারা জিজ্ঞেসা করে যে, মু আযের মিমাংসা সম্পর্কে তোমার মত কি? তিনি ইঙ্গিতে বললেন, তোমাদের হত্যা করা হবে।এর পর হযরত আবু লুবাবা স্বীয় কর্মকে আল্লাহ্ ও'রাসূলের প্রতি জঘন্য খেয়ানত মনে করে তৎক্ষণা মসজিদে নবনীতে রাসূল (ছঃ) এর সাথে দেখা না করে নিজেকে মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে শপথ করে বললেন, যে পর্যন্ত আমার

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ

অল্লা-হু যুল্‌ফাদ্বলিল্ 'আজীম্ ।৩০। অইয্ ইয়াম্‌কুরু বিকাল্লাযীনা কাফারূ লিইয়ুছ্‌বিতূকা

আর আল্লাহ্ অত্যন্ত করুণাময়। (৩০) স্মরণ করুন। যখন কাফেররা ষড়যন্ত্র করেছিল আপনাকে বন্দী বা

أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ٭

আও ইয়াক্ব্‌তুলূকা আও ইয়ুখ্‌রিজূ্‌ক্; অ ইয়াম্‌কুরূনা অ ইয়াম্‌কুরুল্লা-হ্; অল্লা-হু খাইরুল্ মা-কিরীন্।

হত্যা করার জন্য বা নির্বাসিত করার জন্য, তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ্ তাঁর কৌশল করেন; আল্লাহ্ই উত্তম কৌশলী।

﴿٣١﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا لا إِنْ هٰذَا

৩১। অইযা-তুত্‌লা- 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা-ক্বা-লূ ক্বদ্ সামি'না লাও নাশা — য়ু লাক্বু্‌ল্‌না- মিছ্‌লা হা-যা ~ ইন্ হা-যা ~

(৩১) তাদের সামনে আয়াত পঠিত হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও পারব নিশ্চয়ই এতো

إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ

ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আওওয়ালীন্। ৩২। অইয্ ক্ব-লুল্লা-হুম্মা ইন্ কা-না- হা-যা- হুঅল্ হাক্ব্‌ক্বা মিন্

পূর্বেকার লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) যখন তারা বলল, হে আল্লাহ! যদি এটা তোমার পক্ষ হতে

عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٣٣﴾ وَمَا

ইন্‌দিকা ফাআম্‌ত্বির্ 'আলাইনা- হিজ্বা-রাতাম্ মিনাস্ সামা — য়ি আওয়িতিনা-বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৩৩। অমা-

সত্য হয়। তবে আসমান হতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর বা পীড়াদায়ক শাস্তি দাও। (৩৩) আল্লাহ্ তো

كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ٭

কা- নাল্লা-হু লিইয়ু'আয্‌যিবাহুম্ অ'আন্‌তা ফীহিম্; অমা-কানা ল্লা-হু মু'আয্‌যিবাহুম্ অহুম্ ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূন্।

এমন নয় যে তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যাদের মাঝে আপনি রয়েছেন; তারা ক্ষমা চাইবে আর তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।

﴿٣٤﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا

৩৪। অমা লাহুম্ আল্লা-ইয়ু'আয্‌যিবাহুমুল্লা-হু অহুম্ ইয়াছুদ্দূনা 'আনিল্ মাস্‌জ্বিদিল্ হারা-মি অমা-কানূ ~

(৩৪) আর তাদের এমন কি আছে যে, আল্লাহ্ তাদের শাস্তিই দেবেন না, তারা তো মসজিদুল হারামে বাধা দেয়;

أَوْلِيَاءَهٗ ط إِنْ أَوْلِيَاؤُهٗ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَمَا

আওলিয়া — য়াহু; ইন্ আওলিয়া — য়ুহূ ~ ইল্লাল্ মুত্তাক্বূনা অলা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৩৫। অমা-

তারা তার অভিভাবক নয়, মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ তার অভিভাবক হতে পারে না, কিন্তু অধিকাংশই এটা জানে না। (৩৫) আর

তওবা কবূল না হবে আমি আহার করব না। এরূপে অনবরত সাত দিন পানাহার ব্যতীত থাকার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ল রাসূলুল্লাহ(ছঃ) এর নিকট এ বিষয়ে সংবাদ পৌছলে হুযুর (ছঃ) বললেন, সে যদি সরাসরি আমার নিকট তখনই চলে আসত, তবে আমিসহ তার জন্য ক্ষমা চাইতাম। কিন্তু সে যখন স্বেচ্ছায় এ শপথ করেছে তখন আমার কিছু করার নেই আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল না করা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ্ আবু লুবাবার তওবা কবূল করলে আবু লুবাবা এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ স্বজাতীয় গ্রাম ত্যাগের এবং সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার প্রতিজ্ঞা করলেন। রাসূল (ছঃ) বললেন, এক তৃতীয়াংশ ছদকা করা যথেষ্ট, সমস্ত সম্পদ করো না। এ প্রেক্ষিতে ২৭ ও ২৮ নং আয়াত নাযিল হয়।

كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ۭ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ

কা-না ছলা-তুহুম্ 'ইন্‌দাল্ বাইতি ইল্লা- মুকা — য়াঁও অতাছ্‌দিয়াহ্; ফাযূক্বুল্ 'আযা-বা
কা 'বার নিকট শীস ও হাততালিই ছিল তাদের নামায সুতরাং তোমরা আযাব ভোগ কর তোমাদের

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا

বিমা-কুন্‌তুম্ তাক্‌ফুরূন্। ৩৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুন্‌ফিক্বূনা আমওয়া-লাহুম্ লিইয়াছ্দূ্
কুফরীর কারণে। (৩৬) আর কাফেররা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে যাতে তারা লোকদের ফেরাতে পারে। তারা

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۭ وَالَّذِيْنَ

'আন্ সাবীলিল্লা-হ্; ফাসাইয়ুন্‌ফিক্বূনাহা- ছুম্মা তাকূনু 'আলাইহিম হাস্‌রাতান্ ছুম্মা ইয়ুগ্‌লাবূন্; অল্লাযীনা
আল্লাহর পথে আরো খরচ করতে থাকবে, পরে তা তাদের আফসোসের কারণ হবে, তারপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা

كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٧﴾ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ

কাফারূ ~ ইলা-জ্বাহান্নামা ইয়ুহশারূন্। ৩৭। লিইয়ামীযাল্লা-হুল্ খাবীছা মিনাত ত্বোয়াইয়্যিবি অইয়াজ্বু'আলাল্
কুফরী করছে, তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (৩৭) এটা এজন্য যে আল্লাহ্ পৃথক করবেন খবীছকে নেককার হতে।

الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ

খবীছা বা'দ্বোয়াহূ 'আলা- বা'দ্বিন্ ফাইয়ার্‌কুমাহূ জ্বামীআন্ ফাইয়াজ্বু'আলাহূ ফী জ্বাহান্নাম্;উলা — য়িকা হুমুল্
খবীছদের একটিকে অপরটির উপর রাখবেন; তারপর সকলকে সমবেত করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তারাই

৪ ع ৯ ১৮ রুকু

الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ

খ-সিরূন্। ৩৮। ক্বুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ ~ ইঁ ইয়ান্‌তাহূ ইয়ুগ্‌ফার্‌লাহুম্ মা-ক্বাদ্ সালাফা অইঁ
প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ। (৩৮) আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে অতীতের সব ক্ষমা করে দেয়া

يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

ইয়া'উদূ ফাক্বাদ্ মাদ্বোয়াত্ সুন্নাতুল্ আওঅলীন্। ৩৯। অক্বা-তিলূ হুম্ হাত্তা-লা-তাকূনা ফিত্‌নাতুঁও
হবে, কিন্তু পুনুরাবৃত্তি করলে পূর্ববর্তীতের দৃষ্টান্ত তো আছেই। (৩৯) আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাক যে পর্যন্ত

وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

অইয়াকূনাদ্ দীনু কুল্লুহূ লিল্লা-হি ফাইনিন্‌তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা বিমা-ইয়া'মালূনা বাছীর্।
ফেতনা দমন ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। তবে যদি বিরত হয় তবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম উত্তমরূপে দেখেন।

﴿٤٠﴾ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

৪০। অইন্ তাঅল্লাও ফা'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা মাওলা-কুম্; নি'মাল্ মাওলা- অনি'মান্ নাছীর্।
(৪০) কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।